www.banglainternet.com

represents

Sreshtho Kobita

Collection of best poem

of

Ahsan Habib

শ্রেষ্ঠ কবিতা

আহসান হাবীব

সূচিপত্র

আমি কোন অংশুক নই ১১
তুমি ১২
সময়-অসময় ১২
ডাক ১৩
সংকলন সমাচার ১৫
যে পায় সে পায় ১৬
প্রেম নারী মানুষ ঘোষণা ১৬
প্রেমের কবিতা ১৮
বাইশে শ্রাবণ ১৯
সেই নদী ২০
সাজানো বাগান ২২
হক নাম ভরসা ২৪
একবার বলেছি তোমাকে ২৭
রে কিশোর ২৯
টান ৩০
আয়ুক্ষতি ৩১
প্রিয়তমাসু ৩২
এই মন এই মৃত্তিকা ৩৩
আরো এক মেয়ে ৩৫
বসবাস নিবাস ৩৭
নজরুলকে মনে করে ৩৭
ক্রান্তিকাল ৩৯
আজকের কবিতা ৪০
দ্বীপান্তর ৪১
গতায়াত প্রসঙ্গে ৪২
স্বজনের কথা ৪৩
দোতলায় ল্যাণ্ডিং মুখোমুখি ফ্ল্যাট
একজন সিঁড়িতে একজন দরজায় ৪৫
এখন প্রত্যহ ভোরে ৪৮
চন্দনা চন্দনা বলে ৪৯
মরা ফুলের ফাঁস ৪৯
নিল গামেশ কাহিনী ৫১
হায় মালিনী ৫২
ডিসেম্বর ১৯৭৭ ৫২
তোমার আমার ৫৪
সারস ৫৫
এই ব্যস্ত জনপদ, আমি তাকে ৫৬
শব্দ ফুল নীলিমা ৫৭
যতবার এবং এবার ৫৮
জাল ৬০
প্রাজ্ঞ বণিকের প্রার্থনা ৬১
কাশ্মিরী মেয়েটি ৬২
কিছু কিছু চিত্র কল্প আছে ৬৩
তার খুশি আমার ৬৪
স্বগত ৬৫
না বাউল, সংসারীও নয় ৬৭
এবং তখনই ৬৮
তুমি এলে, না এলেও ৬৯
মায়ের ডাকের ছড়া ৭০
সৈনিক ৭১
নদীকে সামনে রেখে ৭২
শোকার্ত একজন ৭৩
ওকে ডাকো ৭৪
ব্যাধি ৭৪
রেড রোডে রাত্রিশেষ ৭৬
দিনগুলি মোর ৭৮
দাদাজান বলতেন ৭৯

আমি কোনো আগন্তুক নই

আসমানের তারা সাক্ষী
সাক্ষী এই জমিনের ফুল, এই
নিশিরাইত বাঁশবাগান বিস্তর জোনাকি সাক্ষী
সাক্ষী এই জারুল জামরুল, সাক্ষী
পুবের পুকুর, তার ঝাকড়া ডুমুরের ডালে স্থিরদৃষ্টি
মাছরাঙা আমাকে চেনে
আমি কোনো অভ্যাগত নই
খোদার কসম আমি ভিনদেশী পথিক নই
আমি কোনো আগন্তুক নই।
আমি কোনো আগন্তুক নই, আমি
ছিলাম এখানে, আমি স্বাস্নিক নিয়মে
এখানেই থাকি আর
এখানে থাকার নাম সর্বত্রই থাকা—
সারা দেশে।

আমি কোনো আগন্তুক নই। এই
খর রৌদ্র জলজ বাতাস মেঘ ক্লান্ত বিকেলের
পাখিরা আমাকে চেনে
তারা জানে আমি কোনো অনাত্মীয় নই।
কার্তিকের ধানের মঞ্জরী সাক্ষী
সাক্ষী তার চিরোল পাতার
টলমল শিশির, সাক্ষী জ্যোৎস্নার চাদরে ঢাকা
নিশিন্দার ছায়া
অকাল বার্ধক্যে নত কদম আলী
তার ক্লান্ত চোখের আঁধার
আমি চিনি, আমি তার চিরচেনা স্বজন একজন। আমি
জমিলার মা'র
শূন্য খা খা রান্নাঘর শুকনো থালা সব চিনি
সে আমাকে চেনে।

banglainternet.com banglainternet.com

হাত রাখো বৈঠায় লাঙলে, দেখো
আমার হাতের স্পর্শ লেগে আছে কেমন গভীর। দেখো
মাটিতে আমার গন্ধ, আমার শরীরে
লেগে আছে এই স্নিগ্ধ মাটির সুবাস।

আমাকে বিশ্বাস করো, আমি কোনো আগন্তুক নই।

দু'পাশে ধানের ক্ষেত
সরু পথ
সামনে ধূ ধূ নদীর কিনার
আমার অস্তিত্বে গাঁথা। আমি এই উধাও নদীর
মুগ্ধ এক আবোধ বালক।

তুমি

আমার একটাই গন্তব্য ছিলো, তুমি।
তোমারও গন্তব্য আছে তাই
বারবার তোমাকে হারাই
ভুল পথে ক্লান্ত হই, নিজের অজ্ঞাতে বার বার
নিজের দরজায় এসে দাঁড়াই, এবং
আমার একটাই গন্তব্য থাকে, তুমি।

সময়-অসময়

তোমরা কেউ সময়ের প্রভু নও অথচ প্রভুত্বে থাকো রত
বেলা আর অবেলায় কালবেলায় সময়কে তোমরাই চিহ্নিত
ক'রে রাখো। সময়কে শৈশবে যৌবনে আর বার্ধক্যে সাজাও
হত্যাযোগ্য নয় তবু সময়কে হত্যার সুখে দুন্দুভি বাজাও।

অসময় ব'লে কোনো বৈপরীত্যে আমার বিশ্বাস নেই,তাই
যখন যেমন ইচ্ছে সময়ের সঙ্গে থেকে যাই।

সময় খাঁচায় বন্দী পাখি নয় উড়ে যাবে দরজা খোলা পেলে
সে থাকে সবুজ ডালে,ধূর্ত ব্যাধ কাছাকাছি এলে
চকিত পাখায় তোলে পলায়ন চ'লে যায় দৃষ্টির আড়ালে।
ভালোবেসে দু'হাত বাড়ালে
সময় দেখে না তাকে সন্দেহের চোখে, তার
বুক জুড়ে মেলে দেয় ঋদ্ধ অবয়ব,
থাকে। আর ইচ্ছেমত সময়ের আয়ুষ্কাল বাড়ানো সম্ভব।

আমার শরীর থেকে রঙিন উজ্জ্বল জামা তোমরা কেড়ে নিয়ে
কাফন সদৃশ এক শাদা জামা দিয়েছো পরিয়ে
তবু যদি তাকে দেখে যাকে দেখলে ঈশ্বরে বিশ্বাস
ফিরে আসে, ভালো লাগে ধর্মান্ধতা, সময়ের লাশ
কখনো পড়ে না চোখে যাকে দেখলে, তার চোখে যদি
চোখ রেখে ভুলতে চাই ঝড়েজলে এই দীর্ঘ ভ্রমণের নদী ;
দু'পাশে চীৎকার ওঠে, শোনা যায় পুরাতন শ্লোক ঃ
হে বান্দা লজ্জিত হও, শান্ত হও, নত করো চোখ।
আমি তো শান্তই আছি সুস্থ আছি
কেবল প্রস্তরীভূত হতে রাজি নই,
দর্পণে দাঁড়িয়ে রোজ প্রস্তুতির দুর্ভার কাকে
চালাতে সম্মত নই।
সময় ফুরিয়ে গেছে ব'লে
যখন চীৎকার করো, দুঃসাহসে আমি যাই চ'লে
সময়ের জন্মকালে, বিনষ্টির কাছাকাছি যাই
নষ্ট হয়ে যাওয়ার শঙ্কার সেই তীব্রতাকে ধ'রে রাখতে চাই।

ডাক

ঘুমের নগরে দেখো দরজাগুলো খোলা সব
বিছানা গোটানো ;
জানালায় দেয়ালে মেঝেতে

banglainternet.com

এখন ঘুমের ক্লান্তি লেগে নেই
ঘুমঘুম বাড়ীতে এখন
আলস্য তোলে না হাই,
ভোরের উনুন জ্বলেনি ; কোথাও
কেউ নেই বসে কারো অপেক্ষায়,
ডাক দেবো কাকে ?

ওরা সব কোথায় এখন, এই প্রশ্ন নেই ;
জেনেছে সবাই
জানে, বাইরে ওরা এক জাগ্রত মিছিল আজ
জাগ্রত মিছিল
এখন জাগ্রত-প্রাণ সমর্পিত নদীর কল্লোলে,
সমুদ্রজোয়ারে প্রাণ সমর্পিত
বজ্রেঝড়ে সমর্পিত বুক।

ওরা বাইরে মিছিলে শামিল
ওরা বাইরে মিছিলে শামিল
ডাক দেবো কাকে ?
কাকে আজ ডাক দেবো বলো।

দূরে সরে নেই কেউ
কেউ নেই মুখ ঢেকে
আত্মরতি-ঊর্ণার আড়ালে।

কড়ির ওপরে কড়ি সাজাবার শখ ছিলো যার
এখন মিছিলে।
কালো অন্ধকার গর্তে ছিলো যার রূপোর কারখানা
এখন মিছিলে।
শেষ রজনীর ক্লান্ত নূপুরের বুকে যারা মুখ থুবড়ে পড়েছিলো
এখন মিছিলে
এখন মিছিলে দেখো বিচিত্র মুখের সমাবেশ
সব মুখে একই আভা।

চিত্রিত দেশের
চূর্ণ আভা জ্বলে দেখো
মিছিলের সব মুখে মুখে।

সব মুখ দেশের আত্মার
আরশি যেন। সব মুখ দেশের আরশিতে আঁকা যেন।
সারা দেশ সবাই মিছিলে।

আমি যাকে ডাক দেবো সঙ্গে নেবো
সে আমার অনেক আগেই
মিছিলে শামিল, আমি
তারই সঙ্গী, সে আমাকে লজ্জার মুকুট পরিয়েছে।

সঙ্কলন-সমাচার

বন্ধু চায় কবিতা, সে নাকি মনস্থির করেছে আবার।
সাহিত্যের সঙ্কলন প্রকাশের গুরুতর ভার
আবার নিয়েছে তার ভাঙা কাঁধে, প্রতিজ্ঞা অটল,
কাঁধের অস্তিত্ব যাক, তবুও সাহিত্য-শতদল
কিঞ্চিত সিঞ্চনে হোক সঞ্জিবীত—অধম জীবন
যায় যাক, বেঁচে থাক জীবনের এ অমূল্য ধন।

কাজেই কবিতা চাই পত্রপাঠ। সেই পত্রপাঠে
গৃহিণী কঠিন কর বার বার হানেন ললাটে,
বলেন, আহারে বাছা, কেউ নেই দেখার—শোনার
তাই বুঝি কাজ ফেলে অকাজের এমন কারবার।
তুমিত এদেরই বলো বিজ্ঞজন, বুঝি আমি সব—
বয়স্ক অবোধ শিশু—এরাইত তোমার বান্ধব।

বুদ্ধির সুফল কিছু তুলে দিয়ে খোলা হাতে তার
বললাম বিনয়ে তাকে, শিশুদের যা কিছু কারবার
শিশুরাই ভালো বোঝে ; খুশিমত ওরা যাক খেলে
পারে যদি, সংসারের কঠিন এপথে কিছু ফুল যাক ফেলে।

banglainternet.com banglainternet.com

যে পায় সে পায়

তুমি ভালো না বাসলেই বুঝতে পারি ভালোবাসা আছে।
তুমি ভালো না বাসলেই ভালোবাসা জীবনের নাম
ভালোবাসা ভালোবাসা বলে
দাঁড়ালে দু'হাত পেতে
ফিরিয়ে দিলেই
বুঝতে পারি ভালোবাসা আছে।

না না বলে ফেরালেই
বুঝতে পারি ফিরে যাওয়া যায় না কখনো।
না না বলে ফিরিয়ে দিলেই
ঘাতক পাখির ডাক শুনতে পাই চরাচরময়।

সুসজ্জিত ঘরবাড়ি
সখের বাগান
সভামঞ্চে করতালি
জয়ধ্বনি পুষ্পার্ঘ ইত্যাদি
সব ফেলে
তোমার পায়ের কাছে অস্তিত্ব লুটিয়ে দিয়ে
তোমাকে না পেলে, জানি
যে পায় সে পায়
কি অমূল্য ধন।

প্রেম নারী মানুষ ঘোষণা

অনিন্দ্যসুন্দর কোনো নারী
আর যদি সেই নারীর হৃদয়
করে থাকি কামনা কখনো ;
শপথ সে নারী আর সে নারীর হৃদয়ের নামে—
যে পৃথিবী প্রেমশূন্য, মরীচিকা প্রেমের কল্পনা ;
সেই পৃথিবীর প্রেমে আমি আজ উচ্ছ্বসিতপ্রাণ।

আমার দিনের আর রাত্রির শান্তির নামে
আর সেই বাসনার নামে—
যে বাসনা একদিন দেখেছিল স্বপ্ন
কোনো শান্তির নিলয় রচনার ;
শপথ সে স্বপ্ন আর
সে অমর্ত্য বাসনার নামে—
যুদ্ধ হত্যা লুণ্ঠনের উল্লাসের মুখে
যে পৃথিবী শঙ্কায় আকুল ;
আমি সেই পৃথিবীর সতর্ক সন্তান।

পিতামাতা ভাইবোন প্রাণাপেক্ষা প্রিয়জন নিয়ে
যদি কভু করে থাকি শান্তিময় গৃহের কামনা ;
শপথ সে মৃত্যুঞ্জয়ী কামনার নামে—
গৃহে গৃহে শান্তি যার হয়েছে লুণ্ঠিত,
সেই দুঃস্থ পৃথিবীতে শান্তির ঘোষণা নিয়ে যাবে
আমার কবিতা আর গান।
যে বণিক প্রেম এসে পৃথিবীকে সাজালো গণিকা,
ক্ষত চিহ্ন রেখে গেলো কুৎসিত কুটীল কামনার ;
যে প্রেম মরিয়া আজ—
তার মুখোমুখি
আমার সৈনিক প্রেম
শপথের ভাস্বর স্বাক্ষর করে দান।

নীড়হারা শান্তিহারা মানুষেরা বিশীর্ণ নয়নে,
দেহের কঙ্কালে তার
আর তার মনোরাজ্যে
কে জ্বেলেছে নতুন মশাল ;
আর তার হাতে হাতে সংগ্রামের ঘোষণা এবার—
নীড় যদি চেয়ে থাকি,
শান্তি যদি আমারো কামনা ;
শপথ সে নীড় আর সেই শান্তিকামনার নামে—
আমার রচনা সেই সংগ্রামের অজেয় বিষাণ।

banglainternet.com

প্রেম যেথা পলাতক,
হৃদয় হৃদয় নয়—
এমন পৃথিবী যদি করে থাকি ঘৃণা—
সেই পৃথিবীর বুকে প্রেম আর হৃদয়ের
এবং প্রেমিক মানুষের
পত্তনের শপথ এবার।
অনিন্দ্যসুন্দর কোনো নারী আর
সে নারীর হৃদয়ের নামে,
শপথ শান্তির নামে,
পৃথিবীর শান্তিহারা মানুষের নামে।

প্রেমের কবিতা

সুকন্যা তোমার নাম।
শুনেছো এ নাম কোনোদিন?
কোথায় হৃদয় থেকে হৃদয়ের দিগন্তে বিলীন এই নাম।
এ কথা কি শুনেছো বিস্মিত হয়ে কভু—
এ নাম তোমার নয় তুমি এ নামের মেয়ে তবু!

কোথাও সুকন্যা নামে কোনো মেয়ে আছে কিনা আছে
জানা নেই
তবু নিত্য হৃদয়ের একেবারে কাছে
সুকন্যা নামের মেয়ে দেখা দেয়।
আর দেখা যায়
সে মেয়ে তোমার মতো কথা কয় অপূর্ব ভাষায়।

এ নাম তোমার নয়
তবু তো এ নাম ধরে ডাকা
পরম আশ্চর্য সুখ।
যেন কোনো নামের বলাকা
অন্ধকার বাতায়নে হানে স্নিগ্ধ পাখার আওয়াজ
আড়ালে হৃদয়-পদ্ম খোলে তার মগ্নতার ভাঁজ।

হোক মিথ্যে এই নাম তবু তো মনের মতো নাম
এ নামে তোমায় ডেকে পাওয়া যায় অশেষ বিশ্রাম।
এ নামে তোমার চিত্ত সাড়া দেয় বাসনার মতো
এ নামে তোমাকে দেখি বসন্তের কবিতার মতো।

সুকন্যার এলোচুলে আরণ্যতা তোমার চুলের
বিষণ্ন নয়নে তার তোমার নিমীল নয়নের
ঘুমের মতন প্রেম।
হৃদয়ের সুগহনে তার
কথা কয় মৌনমূক হৃদয়ের স্তব্ধতা তোমার।

এ কথা কি জানো তুমি
সুকন্যা শুনেছো কোনো দিন
এ নামে হৃদয় কারো দ্যুতি হয়ে জ্বলে রাত্রি দিন?
জানো কি কোথায় আনে এই নাম বন্যার আবেগ;
শ্রান্ত অপরাহ্নে কোথা এই নাম শ্রাবণের মেঘ?

এ নামে কান্নার শেষ অবসন্ন স্নায়ুতে আমার
এ নাম স্নেহের মতো সকালের শান্ত নীলিমার
অশেষ বিস্তার যেন।
এই নাম নতুন কিংশুক
এ নাম উন্মুক্ত করে তোমার পাখির মতো বুক।

বাইশে শ্রাবণ

অনেক শ্রাবণ-দিন বহু ব্যর্থ বাইশে শ্রাবণ
রিক্ত হস্তে ফিরে গেছে; মিশে গেছে তার প্রতি ক্ষণ
প্রীতিহীন মৃত্তিকায়-খ্যাতিহীন, পরিচয়হীন,
পাণ্ডুর মলিন।

বিবর্ণ শ্রাবণ দিনে সেই শ্রান্ত আনত আকাশ
কুড়ায়েছে রিক্ততার রুক্ষ পরিহাস
বহুদিন। রেখাহীন রক্তহীন বুকে

banglainternet.com

শরৎ হেমন্ত আর বসন্তের বর্ণচ্ছটা
হেসে গেছে নির্মম কৌতুকে।

তারপর একদিন অকস্মাৎ দিন এলো তার।
একটি মৃত্যুই শুধু দিলো তারে মহিমা অপার
দীর্ঘদিন পৃথিবীতে পরম গৌরবে বাঁচিবারে।
একটি সে মৃত্যু এসে দিয়ে গেলো তারে
লক্ষ লক্ষ মানুষের সিক্তপক্ষ আঁখির প্রসাদ
অশ্রুসিক্ত বন্ধনের স্বাদ।

বাইশে শ্রাবণ সেই ঊর্ধ্বে তুলি সে মৃত্যুর মসিলিপ্ত কর
রেখে গেলো পৃথিবীতে চিরন্তন অক্ষয় স্বাক্ষর।

সেই নদী

তোমার কি মনে পড়ে সেই ছোট্ট নদীটি, যে নদী
আমরা দুপুরে নিত্য প্রচণ্ড দুপুরে
হাতে হাত বেঁধে সাঁতারে পারাপার হয়েছি এবং
জোয়ারের জল কিছু তুলে এনে ছড়িয়েছি প্রত্যহ বাগানে?

তোমার কি মনে পড়ে
আমরা ক'জন আমরা সবাই বিকেলে
উঠানের পূব পাশে আমলকীর ছায়ায় দাঁড়িয়ে
সেই নদী দেখতাম ভাবতাম কোনো অপরূপ নর্তকীর মত
সে যেন প্রত্যহ কোনো পরীর দেশের সুর
বেঁধে নিয়ে পায়ের ঘুঙুরে আসে যায়;
শীতে গ্রীষ্মে শরতে বর্ষায়
ক্লান্তি তার ছিলো না।

এবং আমরা পরস্পর সেই সুসম্পন্ন ইতিহাস
সগর্বে স্মরণ করে মুখর হয়েছি।
এই নদী

নদীর উজ্জ্বল তীর ঘেঁষে কবে হেঁটে গেছে
আমাদের পিতা আর পিতামহ এবং তাদের
প্রপিতামহের তৃপ্ত কাফেলা। তোমার
মনে পড়ে আমরাও কজন আমরা সবাই সদলে মাঝে মাঝে
সেই ছোট নদীটির স্বচ্ছ জলে গা ভাসিয়ে স্নান করে
ঘাটে এসে বসেছি এবং
দেখেছি শরীরে জ্বলে তরল রূপালী আভা....
তৃপ্ত হয়ে তাকিয়েছি দূরে
ঘাটের সমস্ত নৌকো পাল তুলে ঘাটে ফেরে দেখেছি, এবং
প্রিয়জন সম্ভাষণে মুখর হয়েছি।

তোমার কি মনে পড়ে সেই নদী যে নদীর ঘাটে
হাজার বৎসর ধরে আমাদের একান্ত স্বজন বন্ধুজন
ক্লান্ত মুখ ধুয়েছে এবং
বিশ্রামের সব সুখ নদীর জলের মত গায়ে মেখে
ঘুমিয়েছে ? এখন সে নদী
বিদেশী বিচিত্র পালে রুদ্ধশ্বাস
তীরে তার হাটে হাটে নতুন পশরা,
আমাদের আত্মীয়েরা
এখন কাঞ্চন মূল্যে সেই সব হাটে আজ
কাঁচের খরিদদার উন্মাদ হাটুরে তারা, আহা
এখন সে নদী
তার সেই আজন্ম লালিত মৃদু কলকণ্ঠ হারিয়েছে
উন্মাদ চীৎকারে। আর
কি শীর্ণ চেহারা তার যদি দেখতে
আহা তুমি দেখতে যদি চোখ মেলে
তোমার তখন
মনে হতো, ভাবনা হতো এই ভেবে ঃ
এই নদী আহা এই নদী যদি মরে যায়
ঘাট যদি ঢাকা পড়ে ঘাসে আর জঙ্গলে, তখন
আমরা অথবা
আমাদের সন্তানেরা কোথায় সহজ স্নানে

banglainternet.com

স্নিগ্ধ হবে, কোন ঘাটে
ইচ্ছেমত পা ছড়িয়ে বসবে তারা
কোথায় কোথায়!

সাজানো বাগানে

সাজানো বাগানে ক্লান্তি। সঠিক সময়ে
দুয়ার খোলার ঘন্টা আর ভালো লাগে না। বিকেলে
সব ধেনু গোঠে যায়, তার আগে সারাটা দুপুর
বাজাতে মোহন বেণু আর ভালো লাগে না। এখন
ইচ্ছে হয় অসময়ে বাজাই নতুন কোনো সুর
তোমাকে উৎকর্ণ আর উৎকণ্ঠ রাখতেই ভালো লাগে।

এখন তোমাকে যদি বলি, রাধে, ফিরে যাও ঘরে
আয়ান ঘোষের ঘর ইচ্ছেমত সাজাও, আমার
সাজানো কিছুতে আর মন নেই, মাঝ রাতে যদি
বাজে বাঁশী, তুমি শুনতে পেলে কি পেলে না
খুললে কি খুললে না দোর, বাইরে তুমি এলে কি এলে না,

আমার নালিশ নেই, অসময়ে তোমার সময়
হবে না। যদিও সারা সজ্জা নীল অতল যমুনা...
ভরা কলসী ঢেলে দিয়ে অত রাতে কে বা যায় ঘাটে।

সারা রাত সারা রাত না হয় কেবল কেঁদে যাবো
রাধিকাবিহীন নীল যমুনার ঘাটে ঘাটে বাঁশীই বাজাবো।

সালেহা, সালেহা তুমি বড় বেশী সাজানো সালেহা,
মাঝে মাঝে আকস্মিক বাসবীকে বড় ভালো লাগে।
বাসবী হঠাৎ এলে অথবা হঠাৎ যদি পথে
রুবিনার সঙ্গে দেখা হয়ে যায় হঠাৎ কখনো...

সালেহা, লক্ষ্মীটি তুমি মনে কিছু কোর না, যখন
বাসবী কেবল বলে, যাই যাই, আদৌ সময় নেই হাতে
অথবা রুবিনা বলে, 'না, না আমি বাইরে কোনোদিনই
চা খাই না', 'আচ্ছা আচ্ছা অন্যদিন' বলে যায় চলে,
তখন আমার কি যে ভালো লাগে
যেন কোনো পুরনো নাটকে
নতুন নায়ক আমি সমুজ্জ্বল অভিনয় শেষে
রাজবেশে সারাপথে কুড়াই অসংখ্য করতালি।

সালেহা, সালেহা তুমি বড় বেশী সাজানো। আমার
সাজানো কিছুই ভালো লাগে না। দেখ না,
বাসবী, রুবিনা ওরা কেমন উজ্জ্বল অনিয়ম।

সময় থাকলেও হাতে বলে, নেই আদৌ সময়
চা খেতে বললেই ওরা চা খায় না, মিথ্যা করে বলে,
'বাইরে আমি কোনোদিনই চা খাই না' যদিও দেখেছি
'চলো না চা খাই' বলে সাজ্জাদকে টেনে নিয়ে যেতে
চা-খানায়। এবং বাসবী

দেখেছি সময় পায় পার্কের সবুজ
ঘাসের গালিচা পেতে সমস্ত বিকেল
একা থাকতে। একা একা অসংখ্য দীর্ঘশ্বাস চেপে যেতে
তারো আছে সময়। তবুও
কেমন সুন্দর মিথ্যে সহজেই বলে যায়।
তুমি মিথ্যে বলো না কখনো
কখনো হও না তুমি অবিশ্বাসী
সেই কবে থেকে
বিশ্বাসে অটল অভ্যেসে সুস্থির। সালেহা, তোমার
অভ্যেসের দেয়ালে সাজানো এই মলিন বীণার
শিথিল পুরনো তারে কি করে বাজাবে তুমি যথেচ্ছ সঙ্গীত?

banglainternet.com banglainternet.com

'হক নাম ভরসা'

আদাব সালাম অন্তে সমাচার এই
যে, হুজুর কাল ফজরের অনেক আগেই
তামাম মুরুব্বীদের দোয়ার বরকতে
সহি-সালামতে
এসে নিজের বাটিতে পৌঁছেছি। এখন
সে কারণ
পত্রযোগে শতকোটি সালাম নিবেন
আর সবিশেষ সংবাদাদি পত্রে জানিবেন।

যখন জাহাজঘাটে নেমেছি, তখন
নিশিরাত্রি। মন
কিছুটা ঘাবড়ালো, তবু মালেকের নাম
নিয়ে যখন মাঠের মাঝে এসে নামলাম
দেখলাম আজব ব্যাপার,
বেশুমার
বাতি
আসমানের অতবড় ছাতি
ছেয়ে আছে। আজব রোশনাই
ডেকে কয় কিছু ভয় নাই।

সত্যিই হুজুর
পলকে আত্মার থেকে সব ভয় দূর
হয়ে গেল।

মনে হলো মাঠ
বাট
আমারি অপেক্ষা করে যেন এতদিন
নিদ্রাহীন
ছিল। জেগে খোয়াব দেখেছে,
মকসেদ হাসেল তাই বুকভরে রোশনাই মেখেছে
দেখেছে আমাকে
তাই সব বাঁকে বাঁকে
মশাল জ্বালিয়ে দিয়ে নাম
ধরে ডেকে বলে, তোমাকে পেলাম।

আমিও পেয়েছি। সেই মাটির দেয়াল,
খেয়াল-খুশিতে ভরা সেই খড়ো চাল
তেমনি রয়েছে।
পুরণো হয়েছে
তবু কেমন সুঠাম।

এই সেই গ্রাম
আহা এই সে পুরণো ভিটি জনম যেখানে
জীবনের সাতান্নটি বছর এখানে
কেটেছে, এবং আমি এখানে মানুষ।
হুজুরের রাজপুরী নেহাত ফানুস
মনে হয় এর কাছে। লিখিলাম সাফ
পত্রের যতকিছু বেয়াদবী মাফ
করিবেন, জ্ঞাত আছি। তাই
আরো কিছু বিস্তারিত লিখিয়া জানাই।

এই ফাঁকে
আজ আপনাকে
নির্ভয়ে মনের কথা বলি। যতদিন
ওখানে ছিলাম, আমি সদায় গমগীন
ছিলাম। কেননা নিত্য নিশুতি রাত্তিরে
কে যেন কানের কাছে বলে যেত ফিরে
আয়, ওরে ফিরে আয়।
কে যেন বুকের মধ্যে সদা হায় হায়
করেছে। মনের দুঃখ শুধু এই মন
জানিত। হুজুর আজ সেই বিবরণ
সবিশেষ পত্রের মারফতে
লিখিয়া জানাই কোনো মতে।

anglainternet.com banglainternet.com

আমাতে ও আপনাতে আসমানজমিন
ফারাগ ; কেননা আমি মূর্খ দীনহীন।
যদিও আমার ঘরে দুই মুঠো চাল
ছিল না, সেও ত ছিল ভাল। এ-কপাল
পুড়েছে পুড়ুক, তবু আপনার চালে
নাজেহাল হবো কেন? যা থাকে কপালে।
এই ভেবে শেষতক ফিরেছি আবার।

হুজুর আপনার
মেহ্‌মানদারী বড় অদ্ভুত ব্যাপার।
দাওত করার পরে ঘরে খিল দিয়ে
জানালায় গিয়ে
দরজায় ভিড়ের দিকে চেয়ে চেয়ে করুণার হাসি।
মোরা পাশাপাশি
হয়ে ক্ষুধায় কাৎরাই,
ডালকুত্তা তেড়ে আসে তাই দেখে হঠাৎ পালাই।

আসলে হুজুর বড় বেদেরেগ দিল
চিল
কিম্বা বাজপাখি কিছু হলে পর
তাই বেহতর
হতো। জানি গোস্বা করিবেন।
করুন, শুনুন সাফ সব লেন-দেন
যখন চুকিয়ে দিয়ে এসেছি, তখন
আর কি কারণ
ভয় করে কথা কই
আমি ত এখন আপনার প্রজা নই,
আর ত আপনার মাথা তামাক খাই না
নিজে মাখি নিজে খাই কোথাও যাই না।

এখন হয়েছি নিজস্বাধীন। এখন
গাঁয়ের সকল লোক জুটে এক মন
হয়ে
পুরণো লাঙল আর কাস্তে হাতে লয়ে
কসম খেয়েছি আর বলেছি হে ভাই,
এস সবে, এই গুলো আবার শানাই
আবার জিগরফাটা রক্ত দিয়ে লাল
বানাই। এগুলো হোক ঢাল তরোয়াল
তাদের গর্দান কাটা, যারা আচম্বিতে
আমাদের জিন্দিগীর শান কেড়ে নিতে
ফন্দি করে। তাহাদের পথে
আজ হতে
এই কাঁটা দিলাম।

এখন
আমরা কজন,
পুরণো মরাই কটা সারাবো এবং
পুরণো লাঙল এনে দিতে হবে রং
সং সেজে বসে থাকা সাজে না, কারণ বেলাশেষ
আর কি বিশেষ
লিখিব। কুশলে আছি আর যথারীতি
কুশল-সংবাদ চাই, আদাবান্তে ইতি।

মহম্মদ তালেবালি, আমনীর পাড়,
তেরোশ' একান্ন সাল, বারোই আষাঢ়।

একবার বলেছি তোমাকে

banglainternet.com
একবার বলেছি, তোমাকে আমি ভালোবাসি।
একবার বলেছি তোমাকে আমি, তোমাকেই ভালোবাসি।
বলো
এখন সে কথা আমি ফেরাবো কেমনে!
আমি একবার বলেছি তোমাকে...

এখন তোমাকে আমি ঘৃণা করি।
এখন তোমার
দৃষ্টির কবলে এলে ক্ষতস্থান জ্বলে জ্বলে ওঠে।
তোমার সান্নিধ্যে এলে তুমি উষ্ণ নাভিমূল থেকে
বাতাসে ছড়াও তীব্র সাপিনীর তরল নিঃশ্বাস। আমি
যতবার ছুটতে চাই, তোমার দৃষ্টির বাইরে যেতে চাই, তুমি
দু'চোখে কী ইন্দ্রজাল মেলে রাখো। আমি ছুটতেও পারি না
আমি ফেরাতে পারি না কথা
আমি একবার বলেছি, তোমাকে...

সম্রাজ্ঞীর বেশে আছো। নতজানু আমি
দাসানুদাসের ভঙ্গি করপুটে, দেখি
তোমার মুখের রেখা অবিচল, স্থির জঙ্ঘা তোলে না টঙ্কার,
তুমি পবিত্রতা পবিত্রতা বলে
অস্পষ্ট চীৎকার করো, তুমি
কেবলি মালিন্য দেখো, অশ্লীলতা, ক্রমান্বয়ে ঘৃণা
ক্রোধ বাড়ে, উত্তেজনা বাড়ে
নামে উষ্ণ জলস্রোত। তুমি
এইভাবে প্রবল ঘৃণায়
আমাকে ভাসিয়ে দিয়ে অহঙ্কার রাখতে চাও অটুট। তবুও
পৃথিবীতে আছে কিছু মানুষের অবস্থান, তারা
অপমানে ধন্য হয়
উপেক্ষায় ঋজু;
তারা স্বভাব-কাঙাল। যদি
একবার বলে তবে ফেরাতে পারে না। আমি
ফেরাতে পারি না। আমি
একবার বলেছি, তোমাকে আমি ভালোবাসি।

ভালোবাসা ভালোবাসা ভালোবাসা।
ভালোবাসা! সে কেমন, কোন দীপ্র স্বর্গীয় প্রতাপ
যার মৃত্যু নেই
জন্মান্তর নেই?

banglainternet.com

রে কিশোর

কে বলে জন্মান্ধ তুই
তোরও দুই চোখে
ছিলো আলো
স্বর্গের অমল জ্যোতি ছিলো।

চোখ মেলে তুইও অনায়াসে
আজীবন নীলাকাশ
বনভূমি
রূপালী নদীর স্রোত
মনোরম অন্ধকার রাতের জোনাকি
দেখে যেতে যেতে
জন্মের সমস্ত ঋণ শুধে যাবি
এই কথা ছিলো।

অস্থানে ভূমিষ্ঠ তুই
পৃথিবীর আলো
তোকে স্পর্শ করার আগেই
তোর চোখে বানানো আন্ধার
তীক্ষ্ণ বল্লমের মত ছুঁড়ে দিয়েছিলো যে দুর্জন
আমি তাকে চিনি।
না তুই জন্মান্ধ নস
বানোয়াট অন্ধতার বেড়া
এই ভ্রান্তি
ভুলে যা ভুলে যা
বুকের আগুনে ক্লান্ত করতল
নে জ্বালিয়ে নে রে
জ্বলন্ত আঙুলে
বিদ্ধ কর দুই চোখ
দৃষ্টি ফিরে পাবি, তুই
মাথা তুলে দাঁড়া
দে তোর অমল দৃষ্টি মেলে দে ভুবনে।

দেখে নে শ্যামল বিভা বনানীর
বনরাজিনীলা
এই পৃথ্বী
নদী
নারী
শস্যমাঠ চিনে নে, এবং
তারো আগে শত্রুর শিবির।

টান

ধনুকের ছিলার মতন দ্যাখো টানটান হয়ে আছে
সমস্ত সংসার।

সাজানো শয়নকক্ষ
বারান্দা উঠোন
পথ-ঘাট জনস্রোত
দু'পাশের বাড়ি
এমন-কি চলতি বাস সর্বত্রই টান লেগে আছে।

ক্ষিপ্র টান লেগে আছে ইঞ্জিনে, এবং
উজ্জ্বল আলোর নিচে
স্টেশনের পাটাতন জুড়ে
চারিদিকে ছিটানো টান,
দেখো দেখো বিমানবন্দরে
পাখায় ধরে না হাওয়া
কেমন টানটান পড়ে আছে
টানটান মুহাকারণিক।

ধনুকের ছিলার মতন
টানটান হয়ে আছে নদী ও নীলিমা
শস্যক্ষেত সুপারি বাগান, পাশে
আদিগন্ত নদীর কিনার।
সমস্ত সবুজ আভা
মানবিক সম্পর্ক এবং প্রেমে টান লেগে আছে
টানটান ধনুকের ছিলার মতন টান চরাচরে
অলক্ষ্যে টঙ্কার ঃ
চতুর্দিকে কারা ডাকে ঃ অর্জুন ! অর্জুন ! !

আয়ুষ্মতী

তোমাকে দেখেছি নিবিড় বন্য অন্ধকারে।
এই মুমূর্ষু দীন জীবনের পথের ধারে
তোমাকে দেখেছি তৃষিত দিনের রুদ্ধদ্বারে।

তোমাকে দেখেছি দৈনন্দিন ঘূর্ণি হাওয়ায়,
তোমাকে দেখেছি শিশুসূর্যের দগ্ধচিতায়
সূর্য প্রহর-দগ্ধ দিনের বিদগ্ধতায়।

নতুন সকালে বেতস-লতার প্রান্ত বেয়ে
দেখা দিয়েছিলে মনের গগন-গহন ছেয়ে
একদিন তুমি ছিলে অপরূপ মনের মেয়ে।

একদিন তুমি ছিলে অপরূপ লাবণ্যময়,
একদিন ছিলে হালকা নরম নতুন মলয়।
আজকে যদিও এখানে নতুন বসন্ত নয়—

তবু দেখি তুমি তেমনি নতুন, অবাক লাগে।
এখনো তোমার সেই লাবণীর জোয়ার জাগে
ধূম্রবরণ নিরন্ধতার প্রান্তভাগে।

তোমাকে দেখেছি দুর্গম পথ-উত্তরণে,
তোমাকে দেখেছি দুঃস্থ দিনের দুঃস্বপনে,
তোমাকে দেখেছি দুঃসহতম দীন জীবনে।

banglainternet.com banglainternet.com

আমার মনের জনতার পথে লজ্জাবতী,
অবগুণ্ঠনে তোমার অশেষ আত্মরতি।
দিন পলাতক—তুমি অমলিন আয়ুষ্মতী।

প্রিয়তমাসু

তোমার দু'হাতে ফুল তুলে দেবো এই ছিলো সাধ
হাতে নিয়ে হাত আংটি পরাবো এই ছিলো সাধ
তুমি শুধু বলো, ফুল নয়, চাই ভাত দাও ভাত।
আংটিও নয়, ভাতে ভরে দাও আমার দু'হাত।

সাগরের তীরে বসবো দু'জন এই ছিলো সাধ
মনে ছিলো সাধ তোমাকে দেখাবো আকাশের চাঁদ,
তুমি শুধু বলো, সাগর চাই না।
আকাশের চাঁদ কি হবে আমার,
একটি পাতার ঘর তুলে দাও, রাতে ঘুমাবার।

মনে ছিলো সাধ গজোমতি হার
পরিয়ে তোমায় ঘরে নিয়ে যাবো
তুমি বলো, দাও ছেঁড়া কাঁথা ছুঁড়ে লজ্জা বাঁচাবো।
মনে সাধ ছিলো ময়ূরপঙ্খী নায়ে তুলে নিয়ে
সাগরে ভাসবো, তুমি দুটি হাত সামনে এগিয়ে
বললে, আমার খেয়া পারাবার কড়ি হাতে নাই
সারাদিন এই পারাপারে আছে কিছু কড়ি চাই।

তোমাকে আমার রাণী করে নেবো এই সাধ ছিলো
তোমাকে আমার ঘরণী বানাবো এই সাধ ছিলো
মনে সাধ ছিলো সঙ্গিনী হবে সখের মেলায়
তুমি মেতে গেলে কালো অঞ্চলে ভাত
কুড়োবার মরণ খেলায়।

banglainternet.com banglainternet.com

এই মন--এ মৃত্তিকা

ঝরা পালকের ভস্মস্তূপে তবু বাঁধলাম নীড়,
তবু বারবার সবুজ পাতার স্বপ্নেরা করে ভীড়।
তবু প্রত্যহ পীত অরণ্যে শেষ সূর্যের কণা,
মনের গহনে আনে বারবার রঙের প্রবঞ্চনা।

অশেষ আশার দিন পলাতক, আজো মিলায়নি ছায়া,
আজো দিগন্তে স্বপ্নের মতো তারি অপরূপ কায়া
স্মরণের তীরে তীর্যক হয়ে ক্লান্ত নয়নে কাঁপে,
আজো এ হৃদয় দিনের আশাতে দুঃসহ দিন যাপে।

আকাশ সেদিন ছিল মেঘহীন, পৃথিবীর পথ ছেয়ে
প্রথম প্রেমের পরিচয় ছিলো—যেন সে কুমারী মেয়ে
এলো চুল হ'তে আলগা পরাগ ছড়ায় পথের প'রে
প্রিয় নাম ধ'রে প্রভাতে সেদিন ডেকে গেলো ঘরে ঘরে
বন্ধু জনেরে ; রেখে গেলো তার গানের কুসুমগুলি,
আনমনে তার কয়টি পরাগ নিলাম কখন তুলি।

চেনা পৃথিবীকে ভালোবাসলাম জানাজানি ছিল বাকী,
জানতাম নাতো সে পরিচয়েতে ছিলো অফুরান ফাঁকি।
জানতাম নাতো নিত্য নিয়ত অজস্র ডানা জ্বলে—
যে দীপশিখারে ভালোবাসলাম তারি দহনের তলে।
জানতাম না যে সূর্যমুখীর নয়নের আলো কেড়ে
তারি ছায়া তলে কোটি কোটি কীট দিনে দিনে ওঠে বেড়ে।

মনে থাকে যার দহনের তৃষা তারি সেই মন জয়
সম্ভব নয়, তবু ভুল ক'রে ভালোবাসতেই হয়।
মাটির গন্ধ এতই গভীর এমনি তাহার মোহ
তনুমনে আনে অনুরণনের সীমাহীন সমারোহ!
কণা কণা করে তাইতো নিজেকে পথে পথে ছড়ালাম ;
কোমল মাটির স্পর্শ-প্রসাদ—সামান্যতম দাম
হয়তো চেয়েছি, হয়তো কখনো ক্লান্তির অবসরে,
কামনা করেছি ক্ষীণতম চাঁদ প্রিয় সে মাটির ঘরে।

দিন এলো আর দিন গেলো তার চিরচেনা পথ ধরে,
অনেক সূর্য আর বহু মেঘ সেই পথে গেল ঝ'রে,
বহু রজনীতে বহুচাঁদ এসে খেলেছে দীঘির জলে,
আমার এ-প্রেম তুষারের মতো তারি গুঞ্জনতলে
ঝ'রে গেছে আর ম'রে গেছে, তবু নিত্য সে মৃত্যুরে
মেনেছি মহান মমতার দান, তাই সে হারানো সুরে
কেঁপেছে আবার বাঞ্ছিত দিন, বাসনার প্রিয় কথা,
নয়নে যদিও ছায়া ফেললো না আলোর প্রসন্নতা!

আমার গানের সবটুকু সুর, সবটুকু আরাধনা,
এই হৃদয়ের সব সৌরভ—বাসনার ব্যঞ্জনা
একাগ্র আর অকুণ্ঠ হয়ে বহু বাতায়ন-দ্বারে
আঘাত হেনেছে, পেতেছে দু'হাত দুরাশায় বারে বারে।
মেলেনি কিছুই।

বুঝেছি সেদিন মানুষ এমনি দীন,
এ-মাটির কাছে আছে আমাদের এমনি অশেষ ঋণ।
অনাদি কালের বন্ধন আর বঞ্চনা একসনে
চির জীবনের শৃঙ্খলসম জড়ানো মানব মনে।

তাই বেদনার বহ্নিও প্রাণে মাধুর্যে সুনিবিড়,
ঝরা পালকের ভস্মস্তূপে তাই বাঁধলাম নীড়।
তীক্ষ্ণ নখর উদ্যত যার তারে ভালোবাসলাম;
দু'নয়নে যার হিংস্র আগুন আজো জপি তার নাম।

নিবিড় রঙের আবরণ-ঘন যে আভরণের তলে
এই পৃথিবীর কুৎসিত প্রাণ হীন কামনায় জ্বলে,
প্রেমহীন সেই বন্ধুর দেশে নীড় বাঁধলাম তবু,
এই মন আর এ-মৃত্তিকায় বিচ্ছেদ নাই কভু।

আরো এক মেয়ে

পৃথিবীর মাঠ বন কত পথ প্রান্তর পেরিয়ে
একটি নিবিড় কথা কামনার তনুরূপ নিয়ে
তোমার তনুর তীরে বেঁধেছে শিবির!
এ তনুর তীর
অনায়াসে পেয়েছে আশ্রয়;
হৃদয় হৃদয় দিয়ে ছুঁয়ে যাওয়া সে-ও ভুল নয়।

আকাশে এখন চাঁদ বাতায়নে সুরভী হেনার,
আমার হৃদয়ে জাগে তৃষ্ণার অসীম পারাবার;
খোঁজে পথ নিরুদ্ধ নিঃশ্বাসে
তোমার তন্ময় চোখে তোমার শিথিল কটিবাসে।
সহজ সুন্দর মেয়ে, ওগো মেয়ে শয্যার সঙ্গিনী,
তোমাকে সহজ করে চিনি!

আছে এক অদ্ভুত বিস্ময়
আরো এক মেয়ে 'আছে সে মেয়ে তোমার চেনা নয়'
নাম তার দেয়া যায় নিজের মনের মতো করে,
ডাকা যায় যত নাম ধরে
মেলে না উত্তর;
তবু এক আর্তসুর মাঝে মাঝে কাঁপে থরথর
কোনো এক বিরহিণী বন্দিনীর কান্নার মতন,
মাঝে মাঝে এ হৃদয়ে সংগোপনে করে উন্মোচন
আরো এক নতুন আকাশ,
সে আকাশে মুছে যায় তোমার মসৃণ গ্রীবা,
স্বেদসিক্ত মৃদু কটিবাস!

banglainternet.com banglainternet.com

মনে করো দু'বাহুর বন্ধনে আমার,
তোমার ঘুমন্ত তনু কাঁপে বারবার
আশ্লেষে আবেশে,
বিবসনা সৌন্দর্যের স্রোতে যায় ভেসে
সমস্ত পৃথিবী;

মগ্ন চৈতন্যের তীরে কেঁপে ওঠে সচেতন নীবি ;
এমন সময় যদি ঘুম ভেঙে
তুমি দেখো চেয়ে,
তনুর তনিমা তব ঝরে যায় ব্যর্থ পথ বেয়ে
বিস্ফারিত আমার নয়নে,
তুমি কি ব্যাকুল হবে, ভয় পাবে মনে?

যদি বলি আরো এক মেয়ে আছে সে মেয়ে আমায়
মাঝে মাঝে দেখা দিয়ে ক্ষণতরে ঢেকে দিয়ে যায়
তোমার সমস্ত মুখ সারা বুক সব অবয়ব ;
হাতের গেলাসে তার ধুতুরা আসব,
ক্ষণিক উচ্ছাসে তার নিপীড়িত চেতনা আমার
নীড় যদি ভুলে যায়—
ভুলে যদি তার
নাম ধরে ডাকি একবার
তোমার কি ভয় হবে ক্ষমা আর পাব না তোমার?

তবুও পাব না ক্ষমা যদি বলি তুমি সে মেয়ের
মণিকোঠা ; সে তোমার প্রতিদ্বন্দ্বী নয়—
তবু পাবে ভয়?
সে আমার মনের মতন।
মন দিয়ে তারে পাই ঘিরে আছো তুমি সেই মন
তনুময় প্রেম দিয়ে।
তার কাছে ততটুকু চাই
মনের মাধুর্য দিয়ে যতটুকু গড়ে নিতে পাই।
তুমি তার প্রতিনিধি মেয়ে
তুমি যা পার না দিতে তার কাছে তাই পাই চেয়ে
সে মেয়ে আমার গড়া যত বড় রচনা আমার
তোমায় আমায় ঘিরে ততখানি অধিকার তার।
তুমি তার অধিকার নিজ হাতে কেড়ে নিতে পারো
এমন ক্ষমতা নেই। তাই তুমি মাঝে মাঝে হারো!

বসবাস নিবাস

পাখির উড়াল দেখতে দেখতে প্রশ্ন করেছি
কোথায় নিবাস?
পথের বাতাস উড়ে যেতে যেতে প্রশ্ন করেছি
কোথায় নিবাস?

কি নিঃসঙ্গ নদী বয়ে যায় একা একা নদী
কোথায় যে যায়
কতদিন তাকে প্রশ্ন করেছি নিবাস কোথায়
নিবাস কোথায়?
কোথায় যে কার নিবাস, আহা রে ঝড়ে বৃষ্টিতে
কোথায় যে রয়
আমার নিজের ঘর আছে, আমি নিজের ঘরেই
থাকি নির্ভয়।

শেলফে সাজানো মননের মালা সঙ্গে স্বজন
সুখে বসবাস
হঠাৎ কখনো দর্পণে মুখ হঠাৎ প্রশ্ন
কোথায় নিবাস?

নজরুলকে মনে কর

কী অসহ্য উজ্জ্বল এবং দুর্বার তোমার উপস্থিতি
আমার জীবনে!

তোমাকে উত্তীর্ণ হবো এ আশায়
আর উত্তরকালের এক প্রতিনিধি হবো এ আশায়
আমি কৃচ্ছ্রসাধনার প্রতীক।
বালখিল্য মত্ততায় কখন হঠাৎ
সব আলো নিবিয়ে পথের একাই অগ্রসর হয়েছি
এবং ভেবেছি
আমি এক স্বনির্ভর আলোর জগৎ!

banglainternet.com

অথচ তোমার কিম্বা তোমার কালের সব চিহ্ন মুছে দিয়ে
যখনই সম্মুখে এগিয়েছি
মুখোমুখি হয়েছি এক অন্ধকার আকাশের
আর শূন্যতার।
এবং পশ্চাতে ফিরে তাকিয়েছি
দেখেছি স্তব্ধ ইতিহাসের শিখা জ্বলে আর নেভে
আর আমার মগ্নতার লজ্জা ঢেকে দেয়
তার আলোর দাক্ষিণ্য তখন।

এবং বারবার তবু তাকে অস্বীকার করেছে এক
অনভিজ্ঞ মনস্বীতা
ভেবেছে কোথাও কোনো অবিনশ্বর নদী নেই।
আমিই আমার নদী
আর তার গর্ভে মুক্তো অজস্র কুড়াবো
কীর্তি রেখে যাবো অনন্য।
দুর্বল আমার প্রতিরোধ ভেঙেছে
অবিনশ্বর সেই নদীটি পাশেপাশে বয়ে গেছে
আমাকে দিয়েছে সঙ্গ আমার অজ্ঞাতে।
অতঃপর আজ জানি
তুমি আর তুমি যাদের সঙ্গী হয়ে এগিয়েছো
তাদের এবং তারা যে নদীর সঙ্গী
তার সঙ্গ থেকে মুক্তি নেই আমারো।

তোমাকে ভুলতে গিয়ে বারবার পড়বে মনে
আমার কৈশোর আর সমগ্র যৌবন ঘিরে
তোমার নায়কমূর্তি
যে আমাকে নায়কের অহঙ্কার অর্জনের স্বপ্ন দিয়েছিলো।

banglainternet.com

ভুলবো না সে নদী
যার ঢেউ উষাকালে আমাকে শুনিয়ে গেছে কলগান,
খর রৌদ্রে দিয়েছে শান্তির সুধা ;
আর দু'তীরের শ্যামল ছায়ায় আশ্রয়ের আশ্বাস।

banglainternet.com

তুমি আর তোমার আমার আর সকলের সেই নদী
অমর্ত্য সেই নদী
উজ্জ্বল দুর্বার হয়ে নিত্য করবে ঘোষণা
তার উপস্থিতি এ-জীবনে এই জানি।

ক্রান্তিকাল

মধ্যরাতে রাজপথে দেখি এক নারীর শরীর—
যে নারী নায়িকা ছিলো কোনোকালে এই পৃথিবীর।

সর্বাঙ্গ পুড়েছে তার বণিকের তৃষ্ণার উত্তাপ,
হৃদয়ের রক্ত নিয়ে রেখে গেছে নখরের ছাপ ;
দেখে মনে হয়
বহুভোগ্যা এই নারী,
এ হৃদয় সে হৃদয় নয়।

একদিন এই নারী ইতিহাস-বিন্যাসের ভার
নিয়েছিল নিজ দেহে,
পৃথিবীর সঙ্গীত-সভার
যে নারী সম্রাজ্ঞী ছিলো,
অন্ধকার রাত্রির প্রহরে
আজ দেখি সেই নারী রাজপথে আর্তনাদ করে।

কোথাও লাবণ্য নেই জেগে আছে ভয় ও বিস্ময়,
অভীপ্সার আলো থেকে বিচ্ছুরিত সে নারী এ নয়।
তনুর তনিমা ঘিরে আজ নেই হৃদয়ের ডাক
কুৎসিত কঙ্কাল ঘিরে ইতিহাস-নগরী নির্বাক।
আসমুদ্র আকাশের একাগ্র প্রেমের পরিণতি
এক সুরে উৎসারিত পৃথিবীর প্রথম প্রণতি
ব্যর্থ আজ।

লালসার পাশব লুণ্ঠন
ঘটে গেছে। অতঃপর এই নারী খুলেছে গুণ্ঠন
জনহীন রাজপথে অন্ধকারে ক্লান্ত দুই হাতে
আর তার সাথে
সভ্যতা-নারীর হাটে দেখি শত আকুঞ্চিত ভাল
ভয়ে ভীত শত শত সভ্যতার চতুর দালাল।

আজকের কবিতা

এখানে তোমার ছাউনি ফেলোনা আজকে
এটা বালুর চর,
চারদিকে এর কৌটিল্যের কণ্টকময় বন ধূসর!
ঊর্ধ্বে আকাশ ম্লান মেঘের
নিম্নে অতল বন্যা এর—
বাস করে শত চানক্যশিশু শকুনির বহু বংশধর
এখানে তোমার ছাউনি ফেলোনা এখানে বেঁধোনা বিরাম ঘর।

পূবালী হাওয়ার নিশাস্ শুনছ?
জ্বলবে না আজ গৃহের দীপ।
পায়ের তলায় শ্বাস ফেলে যায় হিংস্র কুটিল সরীসৃপ।
বিংশ শতকী সভ্য দিন—
শাণিত কৃপাণ শঙ্কাহীন
শস্যে হানবে শুনো ক্ষেতে তার হবে স্বার্থের হীন জরিপ
নীল রক্তের অভিশাপে ঘেরা জাগে নিপিষ্ট রিক্ত দ্বীপ।

তোমার আমার দিন ফুরায়েছে যুগটাই নাকি বৈপ্লবিক—
গানের পাখিরা নাম সই করে নীচে লিখে দেয় রাজনীতিক
থাকতে কি চাও নির্বিরোধ?
রক্তেই হবে সে ঋণ শোধ।
নীড় প্রলোভন নিরাপদ নয় বোমারু বিমান আকস্মিক
আরব্ধ গান এইখানে শেষ আজকে আহত সুরের পিক।

সপ্তসুরের উর্বশী তব আজি অথর্ব মৃত্তিকায়
কাঁদে মন্দার-গন্ধ-বিরহী বন্ধ্যাদিনের বন্দী বায়।
ধূলায় ধূসর দীর্ঘ পথ
হানছে কঠোর সুর শপথ
কল্প কামজ কুমারী কন্যা জ্বলে প্রচণ্ড দিন শিখায়,
রমণীয় চাঁদ রাত্রির সুর মরেছে যাত্রা প্রান্তিকায়।

সুদূর অতীত অখ্যাত দিনে যে সুর করেছে জন্মলাভ
সে জন্মপাপে আজকে জেগেছে আকুল আর্ত এই আরাব।
হারানো সুরের কঙ্কালের
দুঃসহ স্মৃতি তিক্ত জের
নির্বিকল্প কাল-প্রেক্ষায় আনে বিভ্রম বৈরিভাব,
অকাল-জন্ম-ঋণ শোধ করে সৃজি সহস্র ঊর্ণনাভ।

আমাদের দিন মৃত্যু-তুহীন দীর্ঘায়ু হবে শ্যেনবিধান,
মৃৎ-পিপাসা ও শান্তিহরণ চিরদিন রবে বিদ্যমান।
জঠরের জ্বালা চিরন্তন
চির ক্লেদাক্ত এই জীবন
যুগ নিষাদের কপিশ নয়ন হানবে সেখানে দৃষ্টিবান।
আজকের দিনে এই ত কবিতা গানের পাখির এই ত গান!

দ্বীপান্তর

অতঃপর সচকিত আকস্মিক বিমূঢ় বিরতি,
নিরাতঙ্ক পদতলে এ-মৃত্তিকা বিশ্বাসঘাতক!
উড়ন্ত পাখায় নেমে এল অবাঞ্ছিত যতি,
অরণ্য স্বপনহীন, বন্ধু আকাশ পলাতক!

banglainternet.com

দিনগুলি তারপর দুর্বোধ্য, ধোঁয়াটে, ধূসর,
সনির্বেদ, নিরালম্ব-অন্ধকার অচেনা বন্দরে
সশঙ্ক জিজ্ঞাসা লয়ে অবিরাম কাঁপে থরথর ;
তীরবিদ্ধ দিনগুলি এ-মাটিতে চূর্ণ হয়ে ঝরে।

এ-দিন সে-দিন নয়—সুরভিত, হালকা কোমল ;
এ-দিন সে-দিন নয়—শাদা রোদ, রঙিন পলাশ।
আজকের দিনগুলি ডানাভাঙা পাখি একদল,
এ-দিন মমতাহীন, দুর্বিসহ রূঢ় পরিহাস।

লাল মাটি, কালো পীচ, শাদা নীল বালবের বুকে
ক্রূঢ় হাসি ফেটে পড়ে, পরাক্রান্ত যুগের নিষাদ ;
অক্লান্ত চাকার তলে বিস্মিত এ-নয়ন-সমুখে
দ্বীপান্তরে এ পৃথিবী অবিরাম করে আর্তনাদ !

প্রত্যয়ের দিন নাই, প্রতিশ্রুতি বিদ্রূপ-বিক্ষত,
আশা ও আশ্বাস নাই, প্রেম হেথা স্বভাব বণিক
নির্মাংশ অস্থির পাশে ভীড় করি কুকুরের মত
দীর্ঘদিন বাঁচি মোরা জীবনেরে নিত্য দিয়া ধিক।

গতায়াত প্রসঙ্গে

মা আমার অন্ধ নন।
তবু কেন মা আমাকে দেখেই বললেন ঃ
তুমিও কি আমার হারানো সেই সন্তানের মত
কারো হারানো সন্তান? এসো
এইখানে বসো এই বটবৃক্ষ তলে
সবুজ আঁচল ভরে হাওয়া দেবো, কিছু শান্ত হলে
চলে যেও। পথে যদি দেখা হয় তার সঙ্গে তাকে বোলো
এখনো তোমার
মা তোমার অপেক্ষায় আছে।

মা আমার অন্ধ নন, তবু
কেন ক্লান্ত দুই চোখ মেলে
আমাকে দেখেন, যেন
কোনো দূর বিদেশী দেখছেন?
তার সে সবুজ কান্তি মাতৃমূর্তি যদিও এখন
কেমন বিধ্বস্ত, তার কলঙ্কিত মুখে
হাস্যকর রঙের প্রলেপ
কিছু লুকোবার প্রাণপণ চেষ্টা তার, দুই চোখে তার
কেমন বিভ্রান্তি, তবু
আমি তাকে দেখেই চিনেছি।
আমি তার সামনে এসে নত মুখে মা বলে ডেকেছি, তবু
তার চোখে এমন সন্দেহ কেন! তবে কি এখনো
শৈশবের পবিত্রতা নম্রতা এবং সেই বিশ্বস্ততা
মাকে আমি পারিনি ফিরিয়ে দিতে? তবে কি এখনো
এই আসা এই গতায়াত
অহংকার আর কিছু প্রতারণা সঙ্গে নিয়ে আসে?

স্বজনের কথা

এই শুভ্র মাঠ এই মাটির সৌদাল গন্ধ
এই স্নিগ্ধ পথরেখা কার,
কে দেয় পাহারা আর
কে বৈশাখে মাঠের পানিতে নিত্য
ভোর থেকে মধ্যদিন চালায় লাঙল?

এ কোন্ সামান্য যুবা
যেন যুবরাজের মহিমা তার
মুখের রেখায়? তাকে
আমি চিনি, সে আমার স্বজন একজন
সে আমার ভাই।

banglainternet.com banglainternet.com

চকচকে মসৃণ জাল একহাতে
অন্য হাতে বৈঠা কার
ভাসমান অথৈ নদীতে?
একঝাঁক রূপালি শস্যের খোঁজে কার
দিন যায় রাত যায়?
কে এমন আত্মমগ্ন সন্তের মতন যায়
যায় ভেসে যায়, যায়
আমার আপন জন,
একান্ত স্বজন যায়
সে আমার ভাই।

এই স্নিগ্ধ অকৃত্রিম বসতি এবং
এই শ্যামলতা
যেন এক আদিম বাগান
এরা কারা
কারা এর পরিচর্যাভার
নিয়েছে আপন হাতে, কারা
বিরোধে ও প্রতিরোধে এবং অপার ক্ষমতায়
কাল থেকে কালান্তর
এমন ঘনিষ্ঠ হয়ে রয়ে গেছে

কারা এরা? এদের হাতের
মাটি মাখা মুঠোয় রাখলে হাত
রক্তস্রোত তীব্র হয় কেন? কেননা আমার
আমাদের একান্ত স্বজন এরা আমাদের ভাই
আমাদের উৎসলোক আলোকিত করে
এরা আছে
এরাই ধারণ করে আমাদর জীবন-যাপন।

দোতলার ল্যান্ডিং

মুখোমুখি ফ্ল্যাট

একজন সিঁড়িতে, একজন দরজায়

ঃ আপনারা যাচ্ছেন বুঝি?
ঃ চলে যাচ্ছি, মালপত্র উঠে গেছে সব।
ঃ বছর দুয়েক হলো, তাই নয়?
ঃ তারো বেশী। আপনার ডাকনাম শানু, ভালো নাম?
ঃ শাহানা, আপনার?
ঃ মাবু।
ঃ জানি।
ঃ মাহবুব হোসেন। আপনি খুব ভালো সেলাই জানেন।
ঃ কে বলেছে। আপনার ত অনার্স ফাইন্যাল, তাই নয়?
ঃ এবার ফাইন্যাল।
ঃ ফিজিক্স-এ অনার্স।
ঃ কি আশ্চর্য। আপনি কেন ছাড়লেন হঠাৎ?
ঃ মা চান না। মানে ছেলেদের সঙ্গে বসে...
ঃ সে যাক গে, পা সেরেছে?
ঃ কি করে জানলেন?
ঃ এই আর কি। সেরে গেছে?
ঃ ও কিছু না, প্যাসেজটা পিছলে ছিলো মানে...
ঃ সত্যি নয়। উঁচু থেকে পড়ে গিয়ে..
ঃ ধ্যাৎ। খাবার টেবিলে রোজ মাকে অত জ্বালানো কি ভালো।
ঃ মা বলেছে?
ঃ শুনতে পাই। বছর দুয়েক হোল, তাই নয়?
ঃ তারো বেশী। আপনার টবের গাছে ফুল এসেছে?
ঃ নেবেন? না থাক। রিকসা এলো, মা এলেন, যাই।
ঃ যাই। আপনি সন্ধে বেলা ওভাবে কখনো পড়বেন না,
চোখ যাবে, যাই।
ঃ হলুদ শার্টের মাঝখানে বোতাম নেই, লাগিয়ে নেবেন, যাই।
ঃ যান, আপনার মা আসছেন। মা ডাকছেন, যাই।

banglainternet.com banglainternet.com

এখন প্রত্যহ ভোরে

এখন প্রত্যহ ভোরে ঘুম ভাঙলে একজন প্রবীণ কবির সঙ্গে দেখা হয়। তিনি
ক্লান্ত কণ্ঠে বলেন ঃ চলুন যাই ঘুরে আসি
সূর্যোদয় হয়নি এখনো
ঘুরতে ঘুরতে সবকিছু কেমন পবিত্র মনে হয়। তাছাড়াও
এই বয়সে প্রাতঃভ্রমণ অবশ্যই..
বলতে বলতে ছড়ি হাতে তিনি
দরজা খুলে এগোন যখন, সঙ্গে যাই
থাকি সঙ্গে বয়সে কনিষ্ঠ এক বংশবদ বন্ধুর মতন।

হাঁটতে হাঁটতে প্রতিষ্ঠিত প্রবীণ কবির মৃদু দীর্ঘশ্বাস শোনা যায়। যেন
আমারই বুকের মধ্যে আর্তস্বর তোলে কেউ
মৃদু কণ্ঠে বলেন, জানেন ঃ
সারাদিন দর্শনার্থী অটোগ্রাফ সংবর্ধনা-সভার আহ্বান
ইত্যাকার রঙিন জালের
রুদ্ধশ্বাস অক্ষম কয়েদ আমি, প্রধান অতিথি আর
সভাপতিত্বের ফাঁদ চতুর্দিকে

ধূর্ত কিছু সাক্ষাৎগ্রহণকারী যুবকের হাত
প্রায়শ দরজায় অতি বিনীত আওয়াজ তোলে, আর
দুর্বিনীত যৌবনের তেজ
ছড়িয়ে সমস্ত ঘরে সামনে ব'সে নিজেদের মুখ
আমার চোখের সামনে তুলে ধরে দর্পণের মতো। অতঃপর
আমার কৈশোর আর যৌবনের
তথ্যাদি তালিকাভুক্ত করে নিয়ে বলে ঃ
কবিতার নির্মাণ প্রসঙ্গে কিছু বলুন। যতই বলি,
আজ নয়, আরেকদিন হবে, বুঝতে পারি
ওরা সেই অনিশ্চিত আরেকটি দিনের ভরসা করে না,বরং
আরো প্রশ্নমালার আড়ালে
সুদূর শূন্যের ঘণ্টা নিপুণ কৌশলে ওরা অবিরত বাজায় এবং
আমাকে মন্ত্রের মতো শোনায়, শুনুন ঐ জয়ধ্বনি। আমি
জয়ধ্বনি চিনিনা। কেবল হন্তারক ঘণ্টার আওয়াজ শুনতে পাই তাই
ছুটতে চাই, ছুটে ছুটে সেই ঋদ্ধ সময়ের বুক
আঁকড়ে ধরে সাহসে দাঁড়াতে চাই।

সেই যে জীবনে
একটিই সময় থাকে, একমাত্র সময়, যখন
সূর্যাস্ত পড়েনা চোখে
দিন আর রাত্রির পার্থক্য কিছু যায়না বোঝা, অনবরতই
চলমানতার ধ্বনি চতুর্দিকে।

সেই যে সময়, জীবনের একমাত্র সময়, যখন
হঠাৎ একজন পথে উৎসাহে তর্জনী তুলে সঙ্গীকে বলেন,
'ঐ যে ছেলেটি ঐ শাদা শার্ট বই হাতে
এ না কি এখনই খুব সুন্দর কবিতা লেখে
মাঝে মাঝে শহরের পত্রিকায় ছাপা হয়, তুমি
দেখে নিও ও একদিন বড় হবে।'

সেই যে সময়
সেই নিত্য বেড়ে ওঠা ক্রমান্বয়ে বড় হয়ে ওঠা—
হওয়া কিম্বা বাড়ার সমাপ্তি নয়,
আমি সেই সময়ের দিকে
রুদ্ধশ্বাসে যখন ধাবিত হই
যখন দু'হাত সামনে ছুঁড়ে দিয়ে
হঠাৎ তরল কোনো ভাবনার প্রসঙ্গ তুলি আমি
ওরা বলে, 'আমাদের শেষ প্রশ্ন এবার—বলুন...
বলেই প্রবীণ কবি হঠাৎ থামলেন। তিনি ফিরে তাকালেন
ভোরের সূর্যের দিকে, বললেন, শুনলেন সব, আপনিই বলুন ;
ওদের প্রশ্নের কোনো জবাব দেবার আগে
আমি কি নতুন কোনো প্রশ্নে নিজে ফিরে যেতে পারিনা আবার?
বলতে বলতে নামালেন চোখ।
বড় দুঃখী মনে হলো তাকে। আর
সেই দুঃখে গলে গলে তিনি তাঁর শিথিল শরীরে
আমাকে সম্পূর্ণরূপে ঢেকে নিয়ে বললেন, চলুন ফিরে যাই।

banglainternet.com

মনীষা মনীষা ব'লে

মনীষা মনীষা ব'লে আদিম সকাল চমকে ওঠে
মনীষা মনীষা বলে কে কোথায় বটের ছায়ায় অপেক্ষায়।
কারা যেন সমস্বরে মনীষা মনীষা ব'লে ডাকে
মনীষা মনীষা ডাকে সচকিত উধাও প্রান্তর।

মনীষা কি বাইজান্টাইন?
নাইলের সবুজ?
আলেকজান্ডার কিংবা তৈমুরের পশ্চাদ্ধাবন ক্রমাগত
তার নাম মনীষা কি?
অথবা সজ্জিত বেঞ্চ মুখোমুখি টীকা ভাষ্য ব্যাখ্যা
আর মুখর ভাষণ?

মনীষা কি সুসজ্জিত বৈঠকখানার নাম,
তুমুল বিতর্ক আর উষ্ণ কফি?
নাকি কোনো প্রহসনপারঙ্গম পাটাতন?

হাইড পার্কে অথবা পল্টনে
দীর্ণ ক্ষোভ বিদ্বেষ অথবা অহমিকা
তারই নাম মনীষা কি?
অথবা অসহ্য কোন যন্ত্রণার আর্ত চীৎকারের নাম?

মনীষা কি পরমানবিক?
নাপাম? অথবা
মনীষা কি নীলাকাশ নিসর্গ অথবা কোনো স্থিরচিত্র
অভয় এবং নিশ্চিয়তা,
ভালোবাসা নামে কোনো নিশ্চিত নিলয়?

banglainternet.com

চন্দনা চন্দনা বলে

বারান্দাতে খৈ ছিটোনো সেইখানেতে আটক
একলা তুমি মঞ্চে, তোমার ফুরোচ্ছে না নাটক।
মঞ্চে ধুলো জমেছে তাই কেবলই মার্জনা
ছেঁড়া সুতোয় রং লাগিয়ে কেবলই জাল বোনা।

পুরনো সংলাপে তোমার ছলছলানো চোখ
পাখির ঠোঁটে ঝুলিয়ে রাখো বানিয়ে নেয়া শোক
বাইরে বিরাট নাট্যসভা তোমার অপেক্ষাতে
তুমি অচল শোকের শিলা রেখেছো দুই হাতে।

নদীর জলে ওঠে কাঁপন রক্তে ওঠে ডাক
তুমি চোখের সামনে রাখো পুরনো মৌচাক।

চন্দনা চন্দনা বলে এ বন্দনা কার।
যার খাঁচাতে নেই দরোজা চন্দনা নয় তার।

মরা ফুলের ফাঁস

যেতে যেতে দেখলাম তিনি বেরুচ্ছেন
শাদা পাঞ্জাবী শাদা চাদর
হাতে চিকন ছড়ি
তিনি সুসজ্জিত
তিনি বেরুচ্ছেন।
দরজা খুলে টান টান শরীরে
মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়েছেন
চোখ দুটি তাঁর সোজা সামনের দিকে
তিনি কি ঝাঁপ দেবেন।

আমার ব্যস্ততা ছিলো
আমি দাঁড়ালাম না।

banglainternet.com

বিকেলে ঘরে ফিরছি, কি আশ্চর্য
তিনি সেখানেই।
সঙ্গে সঙ্গে বসে পড়লেন
আবার উঠে
টান টান শরীরে দিগন্তে চোখ রেখে
আবার তিনি দাঁড়ালেন।

আমার প্রশ্নের উত্তরে তিনি জানালেন ঃ
দেখো, সেই সকাল থেকেই লাফাচ্ছি।
বাইরে আমাকে যেতেই হবে
বাইরে যাওয়া খুব দরকার
কিন্তু এই টবটা .....
(এতক্ষণে দেখলাম, তাঁর পায়ের সামনে
একটা মরা ফুলের টব)
আমি একে পার হতে পারি না।

বললুম, দু'হাতে ধরে সরিয়ে দেননি কেন?
তিনি বললেন,
কতকালের সঙ্গী, কত জল ঢেলেছি
তাকে নিজের হাতে, তা কি পারা যায়?
বড় মায়া।
তুমি একটু হাত দাও না।

তাতে কিছু লাভ নেই, আমি বললুম।
আমি আজ সরিয়ে রেখে যাবো
মায়ার ফাঁসটা আপনার বুকের মধ্যে
তাকে আমি ছুঁতে পাবো না।
কাল আবার আপনিই টেনে আনবেন
আবার এখানেই সাজিয়ে রাখবেন
তারপর রোজ সকালে
আবার এমনি লম্ফঝম্প।
বরং নিজের হাতেই সরিয়ে নিন
ফাঁসটা নিজের হাতেই ছিঁড়ে ফেলুন।

গিলগামেশ কাহিনী

ভালোবাসা ভালোবাসা বলে আমি গেলুম এগিয়ে
তাকে কোথাও দেখি না। আমি
যতই সামনের দিকে চলে যাই
একে একে সব
সঙ্গীরা হারিয়ে যায় একা পড়ে থাকি।

দক্ষিণে প্রাসাদ থাকে উত্তরে বাগিচা
জলসাঘর নূপুরে উদ্দাম
তার সামনে নীল জলরেখা
তাকে বাঁয়ে রেখে
তোরণ পেরিয়ে গেলে বিধ্বস্ত খামার। মরা
ফুলের মলিন রেণু পুবের বাতাসে। এই
খামার মলিন রেণু
এইসব পার হয়ে গেলে
আরো সামনে কিছুই থাকে না।

প্রাসাদ জলসাঘর সরোবর এইসব ছেড়ে
বিধ্বস্ত খামার আর মলিন ফুলের রেণু
পার হয়ে আমিও একজন গিলগামেশ। আমি
অমরতা অমরতা বলে
হন্তারক সাপের কবলে যাই,
তারো আগে বিশাল বনানী
কাঁপিয়ে বেরিয়ে আসে ধূসর প্রান্তরে
একটা ঘোড়া জোয়ান অথচ তার এক পা নেই, তবু
প্রবল বিক্রমে যায় ছুটে যায়
যেতে যেতে বলে
ফিরে যাও, ফেরার পথেই
ভালোবাসা অপেক্ষায় আছে।

banglainternet.com banglainternet.com

হায় মালিনী

চোখের তারায় আগুন জ্বেলে 'না' বললেই পাপ!
চমকে উঠে বুকের আঁচল কাঁধে তুললে পাপ!
পাপ থাকে না পুজোর ফুলে।
জানি না কোন সুখে
পাপকে পরম আদরে তুই পুষে রাখিস বুকে!

নিজের হাতে নিজের বুকে পাপ জড়িয়ে নিলি
পাপ ছিলো না ভুবনে, তুই পাপ ছড়িয়ে দিলি
হায় মালিনী হায়;
অথচ তোর পাপের ডালা স্বর্গসুখে নেচে
রাজার বাড়ি যায়!

হায় মালিনী, তোর আনন্দ বিকিকিনির হাটে
কড়ির মূল্যে ফুল বিকিয়ে হাটেই দিন কাটে।
এমনিতে ফুল দেয়ানেয়ার তোর যে মালাকর
তুই করিস না তার ঘর।

তোর পবিত্র ফুলের রাজ্যে আজীবনের আশা
পাপ বলে তুই চমকে উঠে পোড়ালি সেই বাসা।
ভেবেছিলাম তোর ঘরে তোর দুঃখে সুখে কাঁদি
তুই পাপ বলে দোর বন্ধ করে করলি অপরাধী।

ডিসেম্বর ১৯৭৭

আমরা এ রকম পৃথক হয়ে কখনো থাকিনি
ঠিক এই রকম পৃথক হয়ে।
তরঙ্গমালার দুই তীরে পারাপারের কাড়ানাকাড়া এখন
বাজে না
নিশিপাওয়া পাখিরা এখন দিকবিদিক পাখা ঝাপটায়
কম্পাসহীন এই জাহাজের গতিপথ আমি জানি না, তুমিও না
আমরা এ রকম পৃথক হয়ে কখনো থাকিনি।

তোমার নাইওরের দিনগুলোতে উন্মোচনের শর্ত ছিলো
যত্নে সাজানো অক্ষরে
তুমি তোমার ফিরে পাওয়া কৈশোরের ছবি পাঠিয়েছো
সেই সঙ্গে ফিরে আসবার ব্যাকুলতা
তোমার আর এক রকম সাহচর্যে
আমার একা ঘর ভরে উঠেছে
আমরা এ রকম পৃথক হয়ে কখনো থাকিনি।

মফস্বলের কাব্যসভায়
সমবেত করতালি আমাকে যখন আলোকিত করছে
তুমি তখন ঢাকায় তোমার একা ঘরে অন্ধকারে
সেই আলোতে স্নান করছো
মধ্যরাতের মফস্বলের হোটেলকক্ষে
আমি তোমার প্রতীক্ষিত বাহুর আশ্রয়ে স্বপ্নাতুর
আমরা এ রকম পৃথক হয়ে কখনো থাকিনি।

এ রকম পৃথক হয়ে থাকবার কথা ভাবা যায়নি।

আকাশে এখন শুক্লা দশমীর চাঁদ (তুমি চাঁদ দেখতে
যদিও অভ্যস্ত নও)
বারান্দার রেলিং জড়িয়ে এখন মাধবীর ঝাড় (যদিও
ফুল নিয়ে তোমার মাতামাতি নেই)
তবুও তুমি যদি থাকতে এখন এখানে
আমি খুব সহজে ফুল দেখতে পারতাম
চাঁদ দেখতে পারতাম
তোমাকে ফুল আর চাঁদের কথা জানাতে পারতাম।
তোমার আমার এই ঘরে তুমি
বিছানায় ঘুমন্ত অথবা দেয়ালের দিকে মুখ
অল্প খোলা উদাস বিষণ্ন দুটি চোখ; তবু
তুমি যদি থাকতে এখানে...
তুমি এখন হাসপাতালে
এ রকম বিচ্ছিন্নতা
দূরে থেকেও নৈকট্য গড়ে তোলার সহায়ক নয়।

banglainternet.com

উদ্বেগ আতঙ্ক এবং অনিশ্চয়তা, আর
তার চারপাশে উদভ্রান্ত সন্তানদের মুখ।

আমি সন্তানদের মুখের দিকে বারবার তাকাই
আমি আয়নায় আমার নিজের মুখ দেখতে ভয় পাই
এ রকম পৃথক হয়ে আমরা আর কখনো থাকিনি।

এখন বুঝি এ রাতে শেষবারের মত
তোমার রক্তচাপের পরীক্ষা হলো
জিভের নীচে থার্মোমিটার লাগিয়ে
তোমার কব্জি ধরে বদরাগী সেই নার্সটি হয়ত দাঁড়িয়ে আছে,
অক্সিজেন কি এখনো চলছে?
স্যালাইন?

আমরা এ রকম পৃথক হয়ে এর আগে আর কখনো থাকিনি।

তোমার আমার

জঙ্গল কাটিলাম বানাইলাম বসতি
চৌদিকেতে চন্দনের সারি
মহল বানাইলাম রঙ্গিলা রঙ্গিলা
পালঙ্কে শুইলো তোমার নারী।

কাটিলাম সরোবর বাঁধাইলাম ঘাটেলা
জল টলমল সেই না সরোবরে
ঘাটেলায় বসিয়া তোমার সেই নারী ধন
সোনা সোনা মাঞ্জা মাঞ্জন করে।

banglainternet.com

বানাইলাম রূপার বাটি আঁকিলাম পুষ্পপাতা
গলায় গলায় দুধের ক্ষীর টলে
কালো কেশ কালো হইলো কালো চক্ষু টলোমলো
তোমার নারীর রূপে জগৎ জ্বলে।

বুনিলাম তুলিলাম তোমার উঠোনে
তোমার মরাইয়ে পড়িল তালা
ভাত নাই ভাতুড়ি নাই সোনার অঙ্গ হইলো ছাই
আমার নারীর হাড়-মাংস কালা।

সারস

মেলার পুতুল যেন তুই, তোর সারাদিন এইভাবে যায়
সারাদিন খা-খা রৌদ্রে জানি না এভাবে তুই
কোন দুঃখ যাপনের দৃশ্য মেলে রাখিস ভুবনে।

একলা বালকের মতো আজীবন এই
চরাচরে অলৌকিক অবসাদ ছড়িয়ে রাখিস তুই
তুই কি সময়?

বহমানতার কোনো চিহ্ন তোর শরীর তোলে না
কোনো কম্পন অথবা শব্দ, তুই
ভালোবাসা স্বপ্ন সুখ
সুখের সমস্ত ভাবনা
পেছনে রাখিস, সারা
শরীরে রাখিস ধরে সময়ের ভয়াল প্রতিমা।

প্রাচীন সন্তের মত এক পায়ে দাঁড়িয়ে তুই
যেন অবিশ্রাম
রাখিস অদৃশ্য হাত সময়ের বিপুল ঘণ্টায়, যায়
সময় অশান্ত বয়, বয়ে যায় নদী
কোমল বাতাস বয়
আদিগন্ত অরণ্যের বুক
ভরে ওঠে কোমল সবুজে।

ঝড়ের দুপুরে
আউলা বাতাসের খেলা পাখায় তুলিস
রাখিস দু'চোখ মেলে ধূলোর উৎসবে।

সুখ নামে নামে দুঃখ
এই সুখ-দুঃখের সংসারে
মনে হয় যেন এক আশ্চর্য কৌশলে
বুকের পাথরে তুই সহজে রাখিস ধরে নিরবধি কাল।

এই ব্যপ্ত জনপদ, আমি তাকে

আমি তাকে সপ্তম ঋতুর ফুল
ফলের বাগান দেবো
আমি তার আঁধার উনুনে নীল কোমল গভীর
আগুন সাজিয়ে দেবো, তাকে
দরজাগুলো খুলে রাখতে বলো
মেলে রাখতে বলো তার দু'চোখ এবং
সারিবদ্ধ লণ্ঠন জ্বালিয়ে রাখতে বলো তার পথের দু'পাশে।

আমি তার বিরাণ শস্যের মাঠে
অলৌকিক জোয়ারের জল
এনে দেবো, আমি
তাকে দেবো সমৃদ্ধ মরাই আর
বাসনে সৌরভ দেবো
জানালায় সুবাতাস দেবো।

আমি তার প্রচণ্ড খরায় তার বুক থেকে
তৃষ্ণা তুলে নেবো।
তুমুল বর্ষায় তার ভাসমানতার ক্লান্তি
তুলে নেবো বুকে
সপ্তম ঋতুর ঋদ্ধ পাটাতন দেবো তাকে
ঘুম দেবো তাকে।

ঝড়ে ও বর্ষায় তার ক্ষয়ে যাওয়া বুকের ভেতরে
বুকের ভেতরে তার
মানুষের বুকের নিঃশ্বাস টেনে তুলে নিতে বলো
মানবিক স্রোতের উদ্যমে
পুরনো বৃক্ষের সারি উৎপাটিত করে যেতে বলো।
সপ্তম ঋতুর ফুল দেবো তাকে, ফল দেবো তাকে
তাকে তুমি দুর্বিনীত দুর্জয় সাহসে
চারপাশে আকাঙ্ক্ষার দীপ্ত শিখা
ছড়িয়ে ছড়িয়ে যেতে বলো,
আমি তার মাটিতে ছড়িয়ে দেবো
সপ্তম ঋতুর ফুল, সোনালি ফসল।

শব্দ ফুল নীলিমা

শব্দের বাগানে যাই
বলি, কিছু ফুল দাও
ভ্রমর-সঙ্গীত
দাও কিছু
আর দাও দু'একটি চিকন লতা। যদি দাও
আমি তবে নীলিমার হাত ভ'রে তুলে দিতে পারি
আমার কুশ্রীতা আর ভয়াবহ নির্জনতা
দুর্ভার জীবন তাকে স'পে দিতে পারি।

শব্দ কি ফুলের মত?
শব্দের বাগান আছে?
ভ্রমর-সঙ্গীত?

নীলিমা কি নিরবধি কাল
দু'হাতে আঁধার আর স্তব্ধতাকে তুলে নিয়ে
তাকে তপস্যায়
ফুলের, ফুলের মত শব্দের এবং ভ্রমরের?
ফুল কি নীলিমা না কি নীলিমাই ফুল?

অথবা ফুলের জন্যে নীলিমা এবং
নীলিমার জন্যে ফুল.....

banglainternet.com banglainternet.com

শব্দই আনন্দ? শব্দ শোক-দুঃখ, ঘৃণা ভালোবাসা?
শব্দই কি প্রাত্যহিকতার আলো আর অন্ধকার?
এইসব প্রশ্ন তুলে নিয়ে
শব্দের বাগানে গেলে
স্তব্ধ বাতাসের বুক উথাল-পাথাল,
নীলিমার করতলে ফুলের উৎসব
শুরু হয়।

তখন শব্দকে আমি সুবিন্যস্ত ফুলের মতন
গেঁথে নিতে পারি
নীলিমার বুকের আঁধারে
ফুলের উৎসব জ্বেলে
নীলিমা নীলিমা বলে ডেকে যেতে পারি।

যতবার এবং এবার

পৃথিবীতে যতবার এলাম দেখলাম এই পৃথিবীর হাটের দেয়ালে
লোকটা শুধু ঘুরে ঘুরে হয়রাণ, দুহাতে
কেবল দেয়াল ঠোকে কখনো কপাল
এবং চীৎকার করে হাটে যাবো হাটে যাবো
বলে দাও দরজা কোনদিকে।

যতবার পৃথিবীতে এসেছি দেখেছি এই হাটে
চেনাচেনা কয়েকটা মুখের নিত্য আনাগোনা
কি সহজে হাটদরজা পার হয়ে হাটে যায় তারা
কি উন্মাদ বেচাকেনা
এবং অশ্লীল
আয়োজনে মত্ত তারা
সম্ভারে দুহাত ভরাবার।

তারই চারপাশে আহা সেই একটি অর্বাচীন প্রাচীন প্রার্থনা
প্রাচীন দেয়ালে নিত্য মাথা ঠোকে—
বারবার খোলা দরজা ছেড়ে
দেয়ালের অন্ধকারে চোখ রাখে দুর্বল দুহাতে
দেয়ালে আঘাত করে, বলে
হাটের সময় যায় খুলে দাও
দরজা খুলে দাও।

যতবার পৃথিবীতে এসেছি দেখেছি আর আশ্চর্য হয়েছি ঃ
কে যেন মুহূর্তে এই হাটের দরজায় যাদু আনে.....
যাবার যেজন যায় হাটে যায়।
ফিরে আসে কেউ।

হাটময় হাটের উল্লাস আর অঢেল কড়ির
মোহময় কোমল নৃত্যের তালে শোভন মঞ্চের
সারাবুক থরোথরো।

এই এক নিহাট বালক
নাইলের আমল থেকে
হাটে হাটে হাটের দরজার খোঁজে ফেরে বুঝি
অন্ধ বুঝি, খোলা দরজা দেখেনা, অথবা
দুঃস্বপ্নে কাতর বুঝি, পৃথিবীর সর্বত্র দেয়াল
পড়ে বুঝি চোখে তার, অথবা এমন হতে পারে
দৈত্যাকার দুর্দান্ত প্রহরী কোনো আছে বুঝি
যখনই দরজায় পা বাড়ায় সে চায় প্রবেশপত্র। নেই।
ফিরে আসে।

যতবার পৃথিবীতে এসেছি দেখেছি এই দৃশ্য বারবার।
অথচ এবার
কি আশ্চর্য, লোকটা চেনা, তার সেই বিভ্রান্ত দুচোখ
শান্ত, অর্থময় ঘোরেনা দুচোখে মিনতির ছায়া টেনে, তার
গলায় চীৎকার নেই, একমনে বসে
লোকটা শুধু একমনে বসে বসে শাবল বানায়।

banglainternet.com

জাল

টলটলে অমন সুন্দর চোখ
আহা, রাধা কিংবা হেলেনের চোখ দেখিনি
জানি, কেন তোমরা সুন্দর চোখের মেয়েদের নাম
মীনাক্ষী রেখেছো।

আমি ঐ রুপালী শরীর
আর ঐ টলটলে জ্বলজ্বলে অতল চোখের মাছদের
ভালোবাসি।

আর দেখো নিয়তি আমাকে—
জানো, এতদিনে আমি নিয়তিকে
মেনেই নিলাম
      কেননা জানি
তোমার কঠিন মুঠি কোনদিন ভুলেও খুলবে না।
এই একটি দিকে তুমি বড় সতর্ক
তা জানি আজন্ম
আমার রশিটি
মুঠো থেকে কোনদিন ছাড়বে তুমি
এমন বিশ্বাস আর নেই আমার।
নিয়তি!
নিয়তি আমাকে দেখো
কেমন অন্ধের মত ঘোরায় তোমার হাতে!
তোমার হাতেই শিকার
আর তোমার লোভেরই শিকার ওরা—
আমি দেখো কুখ্যাতি কুড়াই সারা জীবন!
তোমার লোভের বলি সংগ্রহের ভার
                              আমি বই—

তুমি কিছু রসে-রোদে
আমাকে বাঁচিয়ে রাখো
সে ত তোমারই গরজ প্রভু।
তার চেয়ে
দয়া নেই তোমার তা জানি,
তবুও মিনতি, দয়া করো, যদি পারো,
একটিবার হাতের মুঠোটি আলগা করে দাও,
মুক্তি দাও আমাকে,
একবার জীবনে
আমাকে তুমি ডুবতে দাও ইচ্ছের অতলে!
সুন্দর রূপালী এই মাছদের রাজ্যে
আমি ইচ্ছে নিয়ে মরি।

প্রাজ্ঞ বণিকের প্রার্থনা

জানিনা কখন কবে 'মিডাস্'-এর আর্ত অনুনয়ে
পৃথিবী চঞ্চল হবে, সব ক্ষুধা নগ্ন হবে—উর্ণার আড়াল
ছিন্ন হবে। আর্তির শিখায় দগ্ধ হবে নির্লজ্জ পিপাসা;
মুক্তদ্বার সোনার পিঞ্জর পড়ে রবে
প্রায় অর্ধ শতাব্দীর পাখি তার পুরাতন নীড়
খুঁজে নেবে। যে-মাটি সোনার কঠিন দেয়ালে রুদ্ধ
যার ফুলে-ফলে হাওয়া নেই জল নেই
এবং সহজ শিশিরসন্নত ভোরে সুকুমার পরিচর্যা নেই—
মুক্ত হবে সে মাটির বুক, তার হৃতজ্যোতিঃ পাতায় সবুজ
কৈশোরের গান হবে ঘরে ফেরা হাওয়ার গুঞ্জন;
তৃষার পীড়নমুক্ত প্রাজ্ঞ মুহূর্তের সূর্যোদয়ে
পৃথিবী উজ্জ্বল হবে জানিনা কখন।

                              জানি শুধু
মনারণ্যে একদা নির্মল বাসনার মুক্ত সোনা
যখন ছড়ালো ভোরের প্রথম পাখি
তখন হৃদয়ে সোনার ছলনা নেই, আমি এক
কিশোর সৈনিক দেশপ্রাণ। সেই দেশ
মুক্ত আজ।

banglainternet.com banglainternet.com

কেটেছে কৈশোর

কৈশোরের আরাধনা কখন যৌবনে
বিলিয়ে নিঃশেষে কবে সুচতুর বরদাতা বাক্‌কাস্‌-এর পায়ে
প্রমত্ত মিডাস্‌ আমি দেহের প্রাণের
সব সুধা লাবণ্যের বিনিময়ে অন্য এক বন্দরের ঘাটে
কুড়াই অশেষ সোনা দিন রাত্রি। সোনায় কখন্‌
পাহাড় তুলেছি গড়ে আর সেই পাহাড়ের গুহায় কখন
সোনার পালঙ্কে পাতা সোনার শয্যায়
ভুলেছি আপনজন আত্মীয় এবং
শিশুপুত্র কিশোরী কন্যার মুখ ; এবং একদা
দেখি এ হৃদয় কবে এক খণ্ড বিশুদ্ধ সোনায় পরিণত।

সোনার কুৎসিত কর্কশ কাঠিন্যে প্রাণ ওষ্ঠাগত—
আকণ্ঠ পিপাসা আজ এক বিন্দু নির্মল জলের
সে-নদীর যে-নদীর অশ্রান্ত কল্লোল
অতিক্রম করে গেছে দীর্ঘ বহু বৎসরের পথ,
আমার এ কারাকক্ষ দূরে, রেখে দিনে দিনে সমুদ্রে উধাও।

কাশ্মিরী মেয়েটি

কাশ্মিরী মেয়েটির কালো কালো চোখ!
ফরিদের ছোট ছেলে সে-চোখের কিছুটা আলোক
চেয়েছিলো!

সাহস অসীম নয়
কেননা মেয়ের
অবিরাম হাতপাখা আঁখিজল ঢের
দেখেছে সে।
এমন কি মাঝে মাঝে দু'একটা ফুটা তামা
সেই হাতে রেখেছে সে।

banglainternet.com

কাশ্মিরী মেয়েটির ঘাগরাটি লাল,
কাশ্মিরী মেয়েটির তনু গোলগাল।
ফরিদের ছোট ছেলে নাম আমজাদ
তার ছিলো সাধ,
খেলবে ম্যাজিক সেই ঘাগরাটি নিয়ে
কাশ্মিরী মেয়েটিকে
পুরো এক পয়সার সিগারেট দিয়ে

কাশ্মিরী মেয়েটির চোখ দুটি সাপের মতন,
কাশ্মিরী মেয়েটির দাঁতগুলো ভীষণ ধারালো :
নখে তার বিষ—
মুখে বুলি নরম নরম ঃ
বেইমান কুত্তা হায় তোম্‌।
কাশ্মিরী মেয়েটির নাজেহাল হাল!
পথের মোটর এক হোলো বানচাল!
ফিরে গেলো দিন ;
কাশ্মিরী মেয়েটির ঘাগরা বিলীন,
হাসে তার চোখ।
আমজাদ চেয়েছিলো কিছুটা আলোক।

কিছু কিছু চিত্রকল্প আছে

কিছু কিছু চিত্রকল্প আছে আমার নিজস্ব
আছে আমার ব্যক্তিগত সংগ্রহে।
স্থির জলে অস্থির পালঙ্ক আছে
আর আছে নক্ষত্রে ছাওয়া অলৌকিক বাসগৃহ
এই চিত্রমালা তোমাদের জন্যে নয়।

কয়েকটি পতনের চিত্র আছে আমার দেয়ালে
কিছু রক্তপাতের কাহিনী।
কয়েকটি হত্যাকাণ্ডের বর্ণনা লিপিবদ্ধ আছে,
কয়েকটি ধর্ষণের কাহিনী।
তোমাদের জন্যে নয়।

banglainternet.com

তোমাদের আমি শেষরাত্রির পাখিদের কথা বলবো
অবিলম্বে দরজা খোলার কথা বলবো।
আমি তোমাদের শোনাবো
শাদা ভাতের উষ্ণতা আর সৌরভের কথা
আর হাওয়া বৈরী হওয়ার আগেই
ভাতের থালা সন্তর্পণে ঢেকে রাখবার কথা জানাবো।

কিছু কিছু চিত্রকল্প আমার নিজস্ব সংগ্রহে আছে
শুকনো গোলাপ পচা আপেল
এই সব এলোমেলো ছড়িয়ে আছে।
রক্তিম পেয়ালার পাশে বুনো মোষের ছবি আছে আমার সংগ্রহে
এসব তোমাদের জন্যে নয়।
আমি তোমাদের ভালোবাসার কথা শোনাবো
ভালোবাসা, তাই আঘাতের কথা আমি তোমাদের শোনাবো।

তোমাদের জন্যে এই সব ঃ
এই পাশাপাশি দাঁড়াবার চিত্র
সমবেত সঙ্গীত পরিবেশনের এই চিত্র।

তার খুশি আমার

তার খুশি পৃথিবীতে এখন দুর্লভ!
আমার খুশিতে আমি তাকে বন্দী ক'রে রেখেছি বাগানে
আমার বাগানে।
আর তার পাতা ছেঁটে ডাল কেটে
আমার ইচ্ছেই তাকে সাজায়, নিজের ইচ্ছে ব'লে
তার কিছু নেই। নিজের খুশিতে তার ঝ'রে পড়া চলেনা
কেননা আমার খুশি
তারো আগে তাকে এনে ঘরে রাখে।
সে থাকে আমার খুশির টেবিলে।
আমি একটি ঘরের মালিক একচ্ছত্র
আর সেই ঘরের টেবিলে সে থাকে।
নানামূল্যে কেনা নানা সম্ভারের মাঝখানে
আমি তাকে সাজাই দু'বেলা দেখি চেয়ে। খুশি হই
আমি তাকে সার্থক এবং চরিতার্থ ভেবে। দেখেও দেখিনা
সে কেবল কি গভীর নিঃসঙ্গতা ছড়ায়
নিজের চারপাশে, কি গভীর নিঃসঙ্গতা।

রূপ আছে আর আছে সুরভি। সে একটি
ফুল কিম্বা ফুলের মতই মানুষের আত্মা হ'তে পারে
কেননা তাকেও দেখি দুঃখী কোনো মানুষের আত্মার মতই
নত ম্লান
আর তাকে ম্লান হ'য়ে মরে যেতে দেখি।
যখন বাগানে, ফুল।
অতঃপর আমার ইচ্ছের শিকার, এখন
ফুল কিম্বা কোনো দুঃখী মানুষের আত্মা হ'তে পারে।
তার খুশি পৃথিবীতে এখন দুর্লভ কেননা এখন
আমি তাকে বন্দী ক'রে রেখেছি আমার
খুশির দেয়ালে।

স্বগত

জানালা খুলে দাও
দরজা খুলে দাও।
চোখের সামনে কে দোলায় কালো কালো
মলিন পর্দাটা
পর্দা তুলে দাও।

banglainternet.com

দ্বন্দ্ব-সন্দেহ-ভয়ের ভূতটাকে
রেখো না পাহারায়
আমার দরজায় ;
বাইরে ঝড় বয়
বোলো না মিথ্যে
বোলো না ঢেউ তুলে
নদীরা গরজায়।

জানালা খুলে দাও
দরজা খুলে দাও
চোখের সামনে কে দোলায় কালো কালো
মলিন পর্দাটা
পর্দা তুলে দাও।

প্রাণের সব আলো
পুড়েই নিঃশেষ
আঁধার গুহাতে,
কেটেছে সারা রাত
আঁধার ঠেলে ঠেলে
ব্যর্থ দু'হাতে।

আসতে দাও হাওয়া
উঠুক ভরে বুক
রোদের আরশিতে
দেখতে দাও মুখ।

জানালা খুলে দাও
দরজা খুলে দাও
দেখতে দাও আজ
ভোরের বাগানের
সারাটা বুক জুড়ে
নতুন কারুকাজ।

banglainternet.com

না বাউল, সংসারীও নয়

না বাউল, সংসারীও নয়।
কতিপয় মানুষের বাস এইখানে
খুঁটিহীন চালহীন আবাসে নিবাস।
তারা না বাউল, সংসারীও নয়।

তাদের চারদিকে
সংসার সংসার খেলা ছড়ানো ছিটানো, তারা
সংসার করে না।

বাউলের বনশ্রী দেখেনি তারা
ঈশ্বরের গাঢ় কণ্ঠস্বর তারা
শোনে না কখনো।

আলো নয় অন্ধকার নয়
অন্ধকারে আলোর উৎসব নয়
না বাউল, সংসারীও নয়।

একতারা রাখেনা হাতে,
ফুল কিংবা ফসলের ঝুরি
দেখে না তাদের হাতে
না বাউল, সংসারীও নয়।

প্রাতরাশ, মধ্যাহ্নভোজন কিংবা
নৈশভোজে দেখিনা কখনো
অথচ ক্ষুধার কথা বলে
তৃষ্ণার কথাও।
পথে হাঁটে সংসারের দিকে থাকে চোখ
পথের বাউল নয় দিনরাত পথেই কাটায়।
ভালোবাসা আছে, তবু
ভালোবাসতে দেখিনা কখনো।
ভালোবেসে ক্রুদ্ধ হতে দেখা যায় কখনো কখনো।

পথের বাউল নয় সংসারীও নয়
ঈশ্বরের নয় তারা মানুষেরও নয়।

banglainternet.com

এবং তখনই

নিঃসঙ্গতা আমার একার। এই
মরা ফুল বিধ্বস্ত খামার
আমার একার। আমি তোমাদের সঙ্গী হয়ে এলে
ভোরের পরাগে দেখি হিরন্ময় রেখা
দেখি সূর্যোদয়। সূর্যাস্ত আমার
একা হলে বিষণ্ণতা নৈরাশ্য এবং
এই ব্যর্থতার ভার
আমাকে জড়ায়। আমি বারংবার তাই
তোমাদের অমল নৈকট্যে যাই, তোমরাই আমার
নিরঞ্জনা নদীর সৈকত
দুর্বহতা দুর্ভার জীবন আমি একা বয়ে যখনই দাঁড়াই
তোমাদের সামনে, দেখি
নির্ভার বাতাস বয়, ছড়ায় সাহস, আর
তোমরাই রেখেছো মেলে ভালবাসা
আদিম শুদ্ধতা।
আপন বিবরে এলে অন্ধকার
অন্ধতার ভার
আমার একার। আমি দু'হাত বাড়িয়ে
তোমাদের উজ্জ্বল সান্নিধ্যে এলে
বারংবার দীর্ণ হই
জ্বলে ওঠে আলো।
যখনই কুয়াশা নামে
চৈতন্যে নিশির ডাক...
তোমাদের হাতে
আলোর পতাকা জ্বলে
এবং তখনই
আদিগন্ত আলোর উৎসব।

banglainternet.com

তুমি এলে, না এলেও

একদা মধ্যাহ্নে যদি কৃষ্ণকায় কয়েকটি ভল্লুক
খেয়ে নেয় বিশাল নীলিমা
ক্রুদ্ধ জ্যোৎস্না পোড়ায় নিসর্গলোক
পড়ে থাকে ভস্মস্তূপ না
মেঘ ছাড়া বৃষ্টি হলে না
বজ্রপাতে ফুল ফুটলে না
দৈবাৎ আটলান্টিকে অগ্নিকাণ্ড ঘটে গেলে
বিস্মিত হবো না।

সমস্ত নক্ষত্রলোক ঝরে গেলে
সঠিক সময়ে যদি না পোহায় রাত না
বিস্মিত হবো না যদি
দেখি কোনো সমৃদ্ধ দিনের
নির্দিষ্ট সময়ে
বাজিয়ে তুমুল ঘণ্টা
পৃথিবীর সব লোক আত্মহত্যা-উৎসবে মুখর!

তবুও বিস্মিত হই তখন, যখন
তুমি কাছে না থাকলেই মনে হয় এখন কোঁথাও
কেউ কারো কাছে নেই
সমস্ত পৃথিবী
বড়বেশী নিঃসঙ্গ এখন, মনে হয়
ফুল পাখি নক্ষত্র এবং চাঁদ যথাস্থানে নেই
এমনকি সময়ের হৃদয়-স্পন্দন
সময়ের অপেক্ষায় স্থির হয়ে আছে।
এবং বিস্মিত হই কোনো কোনো মুহূর্তে, যখন
তোমার নৈকট্যে যেতে মন চায়
তুমি এলে বলতে চায় মন ঃ
আনন্দে ছিলাম,
তুমি এলে আমার আনন্দ নিলে
আমাকে নিঃসঙ্গ করে দিলে
বিশ্ব-বিষাদের বেশে তুমি এলে আমার বিষাদে।

মায়ের ডাকের ছড়া

খোকন খোকন করে মায়
খোকন রে তুই ঘরে আয়
খোকন গেছে কাদের নায়
গেছে খোকন কোন্‌খানে?
নেই সে ঘরে নেই ত খোকন শতদলের মাঝখানে।

চৌমাথার এক ঘন্টিওয়ালা পাগলাঘন্টা বাজাচ্ছে
সেথায় আসন পেতে খোকন নিজকে নিজে সাজাচ্ছে।
হাত পা ছুঁড়ে ঘন্টিওয়ালার নাচানাচির নেইকে শেষ।
ঘন্টিওয়ালা নাচছে দেখে খোকন বলে, নাচছি বেশ!
উল্টো করে আয়না ধরে বলে খোকন তাইত,
ঘরকুনো সেই বেড়ালমুখো চেহারা আর নাইত!

ঘন্টিওয়ালার দু'চোখ লাল
পরেছে এক বাঘের ছাল
মাথায় হরিণ শিং লাগিয়ে সং সেজেছে চমৎকার।
খোকন ভাবে, বেশ সেজেছি, এমন সাজে সাধ্য কার ?

মা বলে, শোন, ওরে খোকন,
ঘুরিয়ে ধর আয়নাটা,
খোকন ভাবে, বুড়ো মায়ের
কেমনতর বায়নাটা!
আমি যা তাই সত্যি হবে?
যা হতে চাই সত্যি নয়?
বুঝছে না মা, এই সাজেই
করতে হবে বিশ্বজয়।

banglainternet.com

সৈনিক

আমরাও সৈনিক।
কে আজ সৈনিক নয় বলো!
তোমরা না হয় নিত্য সঙিন উদ্যত রেখে
দীর্ঘ মাঠ পার হয়ে চলো—
আমরা সেথায় ভয় পাই,
তবুও সৈনিক মোরা, নিরস্ত্র নির্বেদ তাই
আমাদের অপূর্ব লড়াই!

হাওয়াই জাহাজ চ'ড়ে তোমরা আকাশে ওড়ো
শত্রুর জাহাজ করো জয়;
আমরা সিঁড়ির নীচে সংজ্ঞাহীন হ'য়ে গুণি
নিরাপদ ধ্বনির সময়!
তোমরা রাখোনা মনে, মোরা কভু ভুলি না সাইরেন,
দুগ্ধপোষ্য শিশুসম আমাদের লুকিয়ে রাখেন
আমাদের গৃহিণীরা—কখন সাইরেন বাজে, ভয়!
জেটিতে জাহাজ ছাড়ে, মোরা ভাবি হয়েছে সময়!

মাসান্তের মাসোহারা অর্ধেক বিলিয়ে দেই
একটি বস্ত্রের বিনিময়ে,
কাগজ-কলম কেনা একেবারে ছেড়ে দিয়ে
খোকাদের যেতে দেই ব'য়ে!
বিনয়ী মেষের মত সন্ধ্যাবেলা একে একে
সার বেঁধে রাস্তায় দাঁড়াই।
'কিউ'য়েতে দাঁড়িয়ে থেকে (রোমান্টিক নাম বটে)
আমরাই 'কিউ' হয়ে যাই।
সামনের শিশুটার ঘাড়ে দিয়ে হাত,
অনায়াসে পেছনেতে সরাই দু'হাত।
সারারাত গুঁতোগুঁতি সারারাত মুখে মার মার;
পরদিন দুপুরেতে মেলে পুরস্কার!
(তোমরা যাহাই বলো—এটা পুরুস্কার!)

banglainternet.com

বাড়ি নিয়ে একসের বারো জনে খাই,
খানিক ঘুমাই।

আবার আসবে সন্ধ্যা—
আমার প্রতীক্ষা আর আমার দেহের রক্ত
বিন্দু বিন্দু ক্ষয় ;
একি যুদ্ধ নয় !

নদীকে সামনে রেখে

ভাটার নদীকে কেউ বাঁধতে পারে না, আর
জোয়ারের পানি
রুধতে পারে না কেউ
এই এক পুরাতন উক্তি অতি সারবান বলে
মেনে নিয়ে
আমরা ক'জন অতি শান্ত চিত্তে
দর্শনের পুরাতন মাদুরে নতুন
নরম বালিশ পেতে
শুয়ে থাকি অভিজ্ঞ সংসারী।

শুয়ে থাকি। বাইরে কিছু উত্তেজিত বাতাস, এবং
অসহিষ্ণু ক'জনের চীৎকারে যেন বা
মানবিক আর্তি কিছু। বলে ঃ
না যাবো না ভেসে।

নিজের বাগানে স্থির সতর্ক দু'হাতে
জোয়ারের বুক থেকে নেবো কিছু লাবণ্য, এবং
যখন ভাটার টান.....
দীপ্তি যার ফুরিয়েছে ভাসাবো, তা বলে
আজন্ম-লালিত এই পুরাতন মসজিদের
আত্মা এই একান্ত 'মিম্বার'
জোয়ারে দেবনা ডুবতে এবং ভাটায়
ভেসে যেতে দেবনা দেবনা।

শোকার্ত একজন

আমিও শোকার্ত। দেখো কালো ফিতে এঁটেছি জামায়
সযত্নে। আমার কণ্ঠ বার বার হাহাকার তোলে, আহা
মৃত্যুর এমন
নগ্নরূপ জীবনে দেখিনি।

আমিও শোকার্ত। তাই পথ চলতে কখনো উদাস
দু'চোখ আকাশে রাখি,
অফিসে অথবা
ঘরের চায়ের ঠাটে
ক্লান্ত ঠোঁট অলস চুমুক কেঁপে ওঠে কখনো কখনো।

আমিও শোকার্ত তাই আর্তের সেবায়
যখন যাদের দেখি অগ্রসর
অপার উৎসাহ দেই অনায়াসে
'এসো, খোদাহাফেজ ! তোমরাই
তোমাদের আত্মদানে জানি
সারা দেশে জ্বেলে যাবে গৌরবের শিখা !'

আমি এই শোকের মিছিলে সঙ্গী বটে, তবে
যখন অসহ্য হয়,
শুধু শোক যখন আমার
অস্তিত্বকে ঢেকে দেয়
তখন কেবল
তখন কেবল এই কালো ফিতে বড় .....বড় আরো বড় ক'রে
একটি বড় কাফন বানাই
শোকের কাফন।
সারা শোক কাফনে আবৃত করি এবং ঘুমাই
শান্ত হয়ে। যেমন দেখেছি
মৃতের গলিত শব শ্বেতবস্ত্রে নিজেকে লুকিয়ে
লোকালয় আর সব কোলাহল থেকে
দূরে সরে নিশ্চিন্তে ঘুমায়।

banglainternet.com banglainternet.com

ওকে ডাকো

সামনে সাঁকো পেরোচ্ছে ঐ লোকটা কে তা জানো,
কোথায় যাবে কোথায় যে ঠিকানা
সে-কথা ওর নিজেরই নেই জানা।

জানো, লোকটা কোথায় ছিলো
কোথায় ছিলো ঘর
কেমন করে বাইরে এলো
ভুললো আপন পর!

এখন শুধু সাঁকো পেরোয়
আবার ফিরে আসে
কোথায় যে তার আপন জনের বাসা
বুঝতে পারে না সে।

সাঁকোর পরে তাই শুধু ওর
আসা যাওয়ার খেলা
এই করে কি ফুরোবে ওর বেলা?

সেই আগেকার চেনা গলায় ডাকতে পারো না কি
বলতে পারো না কি ওকে
যেমন ছিলাম হাজার বছর আগে
এসো দুজন একই সঙ্গে থাকি।

ব্যাধি

সাজানো মঞ্চের দিকে তিনি এগিয়ে গেলেন,
আমাদের শ্রদ্ধেয় মহান শিল্পী।
ঋজু বলিষ্ঠ দেহ উন্নত ললাট দেবোপম দেহকান্তি তাঁর।
তাঁর অভিজাত গমনভঙ্গির দিকে নির্নিমেষ তাকিয়ে আছে
মন্ত্রমুগ্ধ জনসভা। তিনি এগিয়ে গেলেন।

আজ তাঁকে পুরস্কৃত করা হবে
সমগ্র জাতির পক্ষ থেকে। আজ তাঁকে জানানো হবে
শ্রদ্ধা ভালোবাসা এবং কৃতজ্ঞতা।
তাঁর অনুপম সৃষ্টি অনন্য অবদানের স্বীকৃতি
আজ রূপায়িত হবে একটি স্বর্ণপদক এবং
লক্ষ টাকার একটি শিল্পসমন্বিত তোড়ায়।

শিল্পী তাঁর নির্দিষ্ট আসনে উপবিষ্ট হলে
মনে হলো, স্বর্ণখচিত সেই আসন
সমগ্র দেশের আত্মাকে ধারণ ক'রে আছে।
'হে মহান শিল্পী,
তুমি আমাদের অন্তরে শুভ এবং সৌন্দর্যের আহ্বান ধ্বনিত ক'রেছো
আনন্দের রৌদ্রালোকে তুমি আমাদের সমবেত ক'রেছো
তোমাকে অভিনন্দন....
ধীরে ধীরে নম্রকণ্ঠে এই অভিভাষণ পাঠ করা হলো।

অতঃপর এগিয়ে এলো একটি সুসজ্জিত সুশ্রী শিশু
শিল্পীর হাতে তুলে দিলো সেই পদক এবং তোড়াটি।
নতদৃষ্টি অবনত দেহে দু'হাতে সেই পুরস্কার গ্রহণ ক'রে
শিল্পী এবার মাথা তুলে সরল দেহে দাঁড়ালেন
এবং সঙ্গে সঙ্গে বিপুল সেই জনসভা উচ্চকিত হলো
কেন না শিল্পী এবার তাঁর ভাষণ দেবেন
সেই ভাষণ যার প্রত্যেকটি শব্দ
জনতার হৃদয় আন্দোলিত করবে
চিত্ত উদ্ভাসিত হবে যার স্পর্শে।

শিল্পী এবার কাঁপা কাঁপা কণ্ঠস্বরে
অনেক কষ্টে উচ্চারণ করলেন : আজ এই মুহূর্তে
আমি এক মারাত্মক ব্যাধি দ্বারা আক্রান্ত,
'বিনয়' সেই ব্যাধির নাম।

শিল্পীর দেহ সামনের দিকে ঝুঁকে এলো
ক্লান্ত অবসন্ন দেহে তিনি আসন গ্রহণ করলেন।

banglainternet.com

রেড্ রোডে রাত্রিশেষ

রাতের পাহাড় থেকে
খ'সে যাওয়া পাথরের মত
অন্ধকার ধসে ধসে পড়ছে।
দু'হাতে সরিয়ে তাকে নির্বিকার নিরুত্তাপ মন
এগোলো।

দু'পাশের পায়ে চলা পথে
এখনো ঘুমের স্রোত মরেনি,
প'ড়ে আছে কুণ্ডলি পাকিয়ে
এখানে-ওখানে।
তারায়ভরা আকাশকে কাঁপিয়ে
শাদা কাফনের সঙ্কেত।

পদক্ষেপ জোরালো।
মনের সাথে নেই তার মিতালী,
অলস মন
ঘুম ঘুম চোখের মত চাইছে
ছুঁয়ে যাচ্ছে পৃথিবীকে,
অথচ নেই অনাবশ্যক প্রখরতা—
আশ্চর্য।

খানিকটা হেঁটে গিয়ে
মার্কুইস্ লেন ছাড়িয়ে
কিড স্ট্রীট পেরিয়ে
তারপর চৌরঙ্গি।
গড়ের মাঠ দু'টুকরো
মাঝখানে আড়াআড়ি পীচের পথ
পেরিয়ে
অতঃপর দীর্ঘ রেড রোড।

এখানে এই বিশাল পথ জড়িয়ে
অন্ধকার পড়ে আছে
দীর্ঘকায় সাপের মত।
আর আছে রেড রোডের দু'পাশে
তীক্ষ্ণ চোখ জ্বালিয়ে
অন্ধকার শয়তানের পাহারা
তারা এখন মুমূর্ষু।
বাঁ-পাশের পাথরে গড়া মূর্তির গা বেয়ে
শেষরাতের শিশির এখনো ঝ'রছে
তার সাথে গ'লে গ'লে পড়ছে
অথবা পড়ছে ব'লে মনে হচ্ছে
এতদিনের যত্নে গড়া চেহারা—
তার ফাঁটলে বুঝি শেষ রাত্রির কান্না।

এদিকে আকাশে
কার শিকারী চোখের ছায়া জাগলো
কয়েকটি রেখা এসে লাগলো
দৈত্যকায় অজগরের পাঁজরে
তার দেহে লাগলো মৃত্যুর মোচড়।
এখন সাপের দেহ নড়বে
তারপর আকাশ থেকে ঝরবে
তীক্ষ্ণ তির্যক বর্শা—
আর উড়বে অনেক দূরে
ছিন্ন ভিন্ন কালো সাপের দেহাংশ,
মিলিয়ে যাবে
রেড রোডের বুক থেকে,
এগিয়ে যাবে কেল্লার মাঠ পেরিয়ে
তারপর আরো এগোবে।
গঙ্গার গভীর জলে ঘুচবে কি তার লজ্জা।
অথবা ঘাটে বাঁধা অনেক দূরের জাহাজ,
যারা পার করে দেয় পলাতক অন্ধকারকে
নিরাপত্তার পাল তুলে!

banglainternet.com banglainternet.com

এরা সেই আপনি গড়া খেয়া নৌকোয় হয়তো—
পেরিয়ে যাবে গঙ্গা
মিলিয়ে যাবে পশ্চিম সীমান্তে,
নদীর জলে ঝলকে উঠবে মুক্তি,
বন্যা আসবে রেড রোডের প্রান্তে
কেন না
এদিকে আবার জাগবে নতুন সূর্য।

খানিকটা স্থির হয়ে সে থাকবে
তারপর সে চমকাবে
কাঁপবে
কেঁপে কেঁপে উঠে আসবে উপরে
ঝরাবে তার সোনা
ছড়াবে এই এখানে
এই রেড রোডের মরচে ধরা ঘাসে।
সকাল বেলার হাওয়ায় লাগবে জোর
পুরনো ধুলোরা এবার উড়বে।

দিনগুলি মোর

দিনগুলি মোর বিকলপক্ষ্ম পাখির মতো
বন্ধ্যা মাটির ক্ষীণ বিন্দুতে ঘূর্ণ্যমান।

আকাশে আজিও কামনার শিখা উজ্জ্বল কমনীয়
জ্বলে দিগন্তে দীপ্ত দিবার দীপগুলি রমণীয়।
আমার নয়নে নেমেছে রাত্রি পঙ্গুতার
অন্ধকারের গুহাতে ব্যর্থ বাহুবিথার।

banglainternet.com

মনের ফাটলে স্মরণাশ্রিত স্বপ্নের কণাগুলি
জন্ম দিয়েছে লক্ষ বীজাণু কুটিল মৃতব্যদূত।
নীল অরণ্যে এল অপঘাত অকস্মাৎ
যুগের চিতায় জ্বলে জীবনের প্রিয় প্রভাত।
অন্ধ নয়নে দিনের কামনা আজিও ঊর্ধ্বায়িত
মনের অশ্ব হ্রস্ব চরণ বন্ধনা-বিক্ষত।

দিনগুলি আজ জরতী রাতের দুঃস্বপন,
চির দহনের তিক্ত শপথ করে বহন।
দিনগুলি মোর শ্বাপদ-বিজয়ী অরণ্যেতে
শর-খাওয়া এক হরিণ-শিশুর আর্তনাদ।

দাদাজান বলতেন

চান্দের হলক খায়।
স্বপ্ন খায়। শেষ রাত্রে গোলাপের পাপড়ি খায়।
সমস্ত ফুলের
সব গন্ধ খেয়ে নেয়। ভোরের বাতাসে
সূর্যের পরাগ কিছু ছড়িয়ে যাবার আগে
সূর্য খেয়ে নিলে
তারপর সমস্ত সংসার কি আন্ধার, হায়রে বাজান।

হায়রে বাজান; তোর দাদাজান বলতেন সদাই
এই কেচ্ছা রাতের বৈঠকে, তিনি বলতেন, বাবা রে
এক যে রাক্ষস আছে মানবময়ালে, তার
খাদ্যের বিচার নেই
ফুল খায়, ফলের বাগান
তৃষ্ণার সমস্ত পানি একা খায়।
আকাশের নীল
নক্ষত্র এবং বৃষ্টি খেয়ে নেয়, আর
খেয়ে নেয় মানুষের পাশাপাশি অবস্থান
প্রেম খায়
ভালোবাসা খায়।

banglainternet.com

হায়রে বাজান, তোর দাদাজান বলতেন সদাই, এই
জন্মান্ধ রাক্ষস
খেতে খেতে সর্বগ্রাসী ক্ষুধায় যখন
নিজের গ্রাসের মধ্যে নিয়ে যাবে সমস্ত আঁধার
তখনই হঠাৎ
জনপদে আলোর বর্তিকা। তুই-ই বল
আজো তার আঁধার ভক্ষণ
শেষ কি হলো না, তার
আত্ম হননের
এখনো কি সময় আসেনি?

banglainternet.com banglainternet.com